ডাইনি-বুড়ী

(শিশুদের উপন্যাস)

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার-প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

এইচ, সি, মজুমদার এণ্ড কোং

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

২১৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

মূল্য ছয় আনা।

শ্রীমতী অমিয়াময়ী দেবী

কল্যাণীয়াসু

'শিশু'তে বাহির হইবার পরও অনেক দিন ত 'ডাইনি-বুড়ী' আত্মগোপন করিয়াছিল, তুমিই ইহাকে লোক-চক্ষুর গোচর করিয়াছ, কাজেই ইহার ভাল-মন্দর সহিত তোমার নামটিও বিজড়িত করিয়া দিলাম।

গ্রন্থকার।

আমার কথা

এই উপন্যাসটি 'শিশু' পত্রে বাহির হইয়াছিল, এখন পুস্তকাকারে আমাদের ছেলে মেয়েদের হাতে তুলিয়া দিলাম। তাহারা যদি নীলিমার মত 'ডাইনি-বুড়ী'কে স্নেহের চক্ষে দেখে আমি সুখানুভব করিব।

আমার পরমাত্মীয় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এই গ্রন্থের আবরণ এবং শেষের ছবি দুই খানি আঁকিয়া দিয়াছেন। আর স্নেহভাজন শ্রীমান অহীন্দ্রকুমার বসাক ইহা প্রকাশে আমাকে অনেক রকমে সহায়তা করিয়াছেন—প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ধন্যবাদ দিবার এই সুযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। ইতি—

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩২৬

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ডাইনি-বুড়ী

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশের গা হইতে জ্যোৎস্না ছাপাইয়া পৃথিবীকে স্নান করাইয়া দিতেছে। গ্রীষ্মকাল, মৃদুমন্দ বায়ু-সঞ্চালনে দিগন্ত বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে।

একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার খোলা জানালার ধারে ধাত্রীর নিকটে বসিয়া নীলিমা আকাশে জোছনার খেলা দেখিতেছিল; কখনো একটুকরা মেঘ আসিয়া চাঁদটিকে ঢাকিয়া দিতেছে, চাঁদ আবার যেন তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া হাসিয়া উঠিতেছে। হাওয়া ও জোছনা এক সঙ্গে তাহার ফুটফুটে মুখখানির উপর আসিয়া পড়িতেছিল। জোছনায় মুখখানি হাসাইয়া দিতেছে, বাতাস আসিয়া চুলগুলিকে উড়াইয়া দিতেছে।

নীলিমা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর স্নিগ্ধ চিত্র দেখিতেছিল। অদূরে শ্যামল ক্ষেত্রের উপর রজত ছায়া পড়িয়া একখানি সাদা রঙের কাপড়ের মত চারিদিক শুভ্র করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাই সে একমনে দেখিতেছিল। ধাত্রী তাহাকে নিদ্রিতাজ্ঞানে শয্যায় শোয়াইবার চেষ্টা করিতে গেল; নীলিমা হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ধাই-মা, তোর বুঝি ঘুম পেয়েছে ?"

ঘুমের অপবাদ দিলে ধাই-মা বড়ই রাগিয়া যায় ; ধাই-মা সুগভীর নিদ্রায় অভিভূতা, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিল—"ধাই-মা, তুই ঘুমুচ্ছিস্ ?"

সে অমনি উত্তর দিল—"কৈ না।" তাহার পর কেহ কিছু বলিলে, ধাই-মা যে কিরূপ রাগিয়া যাইত, তাহা আর কহতব্য নহে। দিবসে দশ ঘণ্টা, রাত্রে দশ ঘণ্টা ছাড়া সমস্তক্ষণই ধাই-মা জাগিয়া থাকে। আবার শুধু তাই নয়, ধাই-মার মহা দুঃখ—বিনিদ্র অবাস্থতেই তাহার কালাতিপাত হয়। যাক্—সে কথা ; নীলিমার কথা শুনিয়া ধাই-মার একটু রাগ হইল, সে চুপ করিয়া রহিল। নীলিমা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—"ধাই মা, তুই একটু ঘুমো।"

আর যায় কোথা ! বার বার সেই ঘুমের কথা। ধাই-মা আগুন হইয়া বলিল—"আমাকে তুই দিন রাত ঘুমোতেই দেখিস্ না-নীলি ?"

নীলিমা মুচকি হাসিয়া কহিল—"কে বলে ? ধাই-মা, তুই ত ঘুমোস্ না বল্‌লেই হয়।"

ধাই-মা খুব খুসী হইল ; এই জন্যই এই মেয়েটাকে সে একটু আধটু দয়া করিয়া থাকে। ধাই-মা সন্তুষ্টমনে হাসিয়া ফেলিল ; তাহার আর একটি মহাদুঃখ—হাসিটা নেহাৎ বেসুরো ; কারণ দন্তই হাসির শোভা এবং হাসিই দন্তের শোভা—সেই দন্তেরই তাহার একান্ত অভাব।

কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিল না। হঠাৎ ধাইমার মাথাটা ঠকাস্ করিয়া জানালায় ঠুকিয়া গেল! নীলিমা সজোরে হাসি দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ধাই-মা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আহা বাছারে মাথাটায় কি বড় লাগ্‌ল?"

আর হাসি চাপা নীলিমার পক্ষে অসাধ্য হইল; সে বলিল—"তোমায় ত লাগেনি ধাই-মা?"

"আমায়! না, না, আমায় কেন লাগ্‌বে।"

"তা" হ'লেই হ'ল—বলিয়া সে হাসিল। ধাই-মা বুঝিল—মেয়েটা এইবার ধরিয়া ফেলিয়াছে। পাছে এই কথা সে সকলের কাছে বলিয়া বেড়ায়, এই আশঙ্কায় ধাই-মা তাহার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলে, নীলিমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"ধাই-মা, ঐ যে শালবন—উহার মধ্যে কি আছে?"

"কি জানি, কি আছে?"

"আমার মনে হয়, ধাই-মা, এমনি ঘর বাড়ী, এমনি লোকজন সব আছে।"

"হ'বে।"

নীলিমা বলিল—"সকলে যে বলে, ঐ শালবনে মতি ডাইনি আছে, সে ভুল কথা।"

ধাইমা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"ভুল কথা!—তোমার মাথা! আমরা চারকাল থেকে দেখে আস্‌ছি—"

বাধা দিয়া নীলিমা বলিল—"দেখে আস্‌ছ !"

ধাইমা গম্ভীর ভাবে বলিল—"নয়ত কি ? চিরকাল দেখে আসছি, শুনে আসছি—"

"কি দেখেছ—বলনা ধাই-মা ?"

"তোর সব বিদখুটে আব্দার যে দেখি ! এই রাত্তিরকালে সে ডাইনী মাগীর কথা বলি, আর উপদেবতারা (রাম, রাম) আমাকে ভয় দেখান্। (রাম, রাম) তখন ?"

"তোমাকে ভয় দেখাবে কি ধাই-মা ! বুড় মাগী তুমি !"

বয়সের অপবাদে অনেকেই রাগে—অনেক ছেলে মেয়েও রাগে—ধাই-মাও রাগিয়া উঠিল, বলিল—"বুড় আছি বুড়ই আছি। তাই ব'লে ভয় ডর কি সব গেছে ?"

"কিছু ভয় নেই, ধাই-মা, আমি উপদেবতাদের বারণ করে দেব। বল ধাই-মা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।"

ধাই-মা বিরক্তভাবে বলিল—"আচ্ছা মেয়ে বাবা ! যা আব্দার ধরবেন—চাই-ই। একেবারে না-ছোড়-বান্দা।"

"বল না—ধাই-মা।"

"কি ব'লব ?"

"সে মতি ডাইনিকে তুমি দেখেছ ? কি রকম দেখতে সে ?"

"একটা রাক্ষসীর মত দেখতে। একেবারে কালীঝুলের মত রঙ,—মুখখানা লম্বা ; দাঁতগুলো বড় বড় মূলোর মত ; তার "কানদু'টো"-

"কানদু'টো কুলোর মত ?"

"না না, অত বড় নয়—তবে সরার মত। আর চুলগুলো ঝাটার কাঠির মত ; আঙ্গুলগুলো লম্বা লম্বা।"

নীলিমা বলিল—"জগদীশ্বর তা'কে ঐ রকমই সৃষ্টি ক'রে-ছিলেন ধাই-মা—তার দোষ কি ?"

ধাই-মা বলিল—"হুঁ। মুখখানা একেবারে রাক্ষসীর মত। উঃ কি বিশ্রী চেহারা ! আর—"

নীলিমা বলিল—"থামলে কেন ধাই-মা ? আর—কি ব'লছিলে —বল।"

ধাই-মা বলিল—"সে ডান। লোকে ছোট ছেলেপুলে তা'র কাছে বের করে না। যদি সে কোন ছেলে পুলে দেখে, এমনই নজর দেয়, যে সে ছেলে তখনি মরে যায়।"

নীলিমা বলিল—"কখনো না। এমন হইতেই পারে না।"

ধাই-মা সক্রোধে বলিল—"হইতেই পারে না ! কে তোকে বলিল—হইতেই পারে না ! আমরা চিরকাল দেখ্‌ছি। সেবার রমণ ঘোষের ছোট ছেলেটা কি করে ঐ শালবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল—বেচারী আর ফিরে এলো না। সেই থেকে ও শালবনের দিকে আর কেউ ভুলেও যায় না।"

নীলিমা বলিল—"আমার ইচ্ছা হয়—একদিন গিয়ে দেখে আসি।"

জিভ কাটিয়া ধাই-মা বলিল—"ছিঃ, ও কথা ব'লতে নেই।"

নীলিমা বলিল—"কেন বল্‌তে থাক্‌বে না? ধাই-মা, সে-ও মানুষ, আমিও মানুষ। আমি বিশ্বাস করি না যে, মতি ডাইনী কিংবা সে রাক্ষসী। ও সব লোকের ভুল ধারণা। যদি আমি একদিন ঐ বনে যেতে পারি, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, লোকের এ বিষম ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিব। আমি লোককে দেখিয়ে দেব যে, মতি তোমার আমার মতই মানুষ। যদি কেউ আমার সঙ্গে যায়—"

ধাই-মা বলিল—"কে তোমার সঙ্গে একেবারে যমের মুখে যাবে বাছা? সে কি কম যায়গা? সেখানে মানুষের হাড়ের পাহাড়, রক্তের নদীর ঢেউ বইছে! মানুষ সেখানে গেলে আর ফেরে না।"

নীলিমা কোনো কথা বলিল না; সে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার ক্ষুদ্র আঁখি পল্লব দু'টি ভরিয়া নিদ্রা আসিল।

সে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল—যেন সে সেই শালবনের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। নির্জ্জন অরণ্যের ভিতর কি মধুর সে রমণীয় দৃশ্য! সেখানে যেন সোণার গাছে হীরার ফল ঝুলিতেছে। সেখানে যেন কত রাজপুত্র, কত রাজকন্যা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। সেখানে যা কিছু সব সুন্দর!—এই স্বপ্ন শেষে সে আবার দেখিল—কুৎসিত, বিকট দর্শন একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটি পর্ব্বতের নিম্নে বসিয়া কাঁদিতেছে। চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার মুখে চোখে কাতরতা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীলিমা কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নীলিমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাহার পিতা দীন-নাথ বাবু হরিপুরের জেলা জজ; নীলিমা বড় আদরেই প্রতি-পালিত হইয়াছে,—সেইজন্য তাহার সকল ইচ্ছা সব সময়েই পূরণ হইত। সে যখন যাহা আব্দার করিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় যে সকল বালক বালিকা সময় কাটায়, তাহারা বাধার আভাসেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। ধৈর্য্য-সীমা রেখায় তাহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকে, একটু এদিক ওদিক হইলেই লাফাইয়া উঠে। নীলিমার কি খেয়াল হইয়াছে—তাহাদের বাড়ীর অদূরবর্ত্তী বৃহৎ শালবনের ভিতর কি আছে, তাহাকে দেখিতেই হইবে। জানালায় দাঁড়াইয়া সে কতদিন তাহার ঐ বিরাট, গম্ভীর, কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে যে বন—সে বনে নিশ্চয়ই আরো কোন গম্ভীরতর, মহান দৃশ্য আছে—তাহার বিশ্বাস এই।

রাত্রে সে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—পর্ব্বতের নিম্নে এক বিকট-দর্শন স্ত্রীলোককে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার সুকুমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

প্রাতঃকালে তাহার সঙ্কল্প খুব দৃঢ় হইল। সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল—ঐ বন সে দেখিবেই।

কিন্তু সে যে বড় ছেলেমানুষ—একেলা—এতদূর পথ! মনে একটু ইতস্ততের ভাব আসিতেছিল বটে, কিন্তু সে সবলে তাহা দমন করিতেছিল।

সকাল হইতে সে কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে পারিতেছিল না; তাহার মুখখানি বড়ই বিমর্ষ, মলিন। ধাই-মা সকালবেলা যখন টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, অন্যদিন হইলে সে নিশ্চয় টানা পাখার সঙ্গে তাহার কেশগুচ্ছ বাঁধিয়া জোরে হাওয়া খাইত এবং ধাই-মার নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেই বাড়ীর সীমানা পার হইয়া যাইত।—আজ আর সে ধাই-মার নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইল না। আজ তাহার কিছু ভালো লাগিতেছিল না। তাহার প্রিয় 'হীরামোন'—"নীলি" "নীলি"—বলিয়া চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিতেছে,—নীলিমার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই।

থাকিয়া থাকিয়া কেবলই তাহার মনে পড়িতেছিল—সেই শালবন। তাহার অভ্যন্তরীণ কোন গূঢ় প্রচ্ছন্ন রহস্য! মতি ডাইনীর বৃত্তান্ত।

সে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল—কখন একবার পলাইয়া ছুটিয়া সে বনে গিয়া ঢুকিবে। দুপুরবেলাই ঠিক সময়। বাবা আদালতে যাইবেন; মা আপনার কক্ষে শুইয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন; ধাই-মা অকাতরে নিদ্রা দিবে—সেই ঠিক সময়।

তাহার যতটুকু ভয় হইতেছিল, আগ্রহ ব্যাকুলতা তাহার অনেক বেশী—সে যাইবেই। চিন্তা অনেক রকম হইতেছিল—যদি

ডাইনি-বুড়ী।

সত্যই মতি ডাইনী হয় ? সত্যই যদি সে ছোট ছেলেপুলেকে খাইয়া থাকে ?—তবে এই সুন্দর পৃথিবী, তাহার জনক, জননী, আত্মীয়, স্বজন কাহাকেও সে আর দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এও কি সম্ভব ? মানুষ কি কখনও ডাইনি হইতে পারে ? মানুষ—মানুষ ! তথাপি যদি ধাই-মার কথা সত্য হয় ! ধাই-মা বলিয়াছে—রমণ ঘোষের ছোট ছেলেটা ঐ বনের ভিতর হইতে আর ফিরে নাই। সেও কি ফিরিতে পাইবে না ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর যখন নীলিমা তাহার মাতার কাছে বসিয়া আছে, তখন একখানি গাড়ী করিয়া মিসেস্ মল্লিক ও তাঁহার পুত্র অমিয়ভূষণ নীলিমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মিসেস মল্লিক—নীলিমার মাতার বাল্য সহচরী। অনেক দিনের পরে উভয় বন্ধুতে দেখা-সাক্ষাৎ!—সাদর-সম্ভাষণের পর মিসেস্ মল্লিক পুত্রের হস্তধারণ করিয়া, সন্নিকটে দণ্ডায়মানা নীলিমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ইহাকে চেন না? এ'টি আমার ছেলে—নাম অমিয়ভূষণ। ও তোমার বয়সীই হইবে।"

আর নীলিমার হাত ধরিয়া অমিয়ভূষণকে বলিলেন—"অমিয় তুমি নিশ্চয় এর সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্ত্তে পারবে; এর নাম নীলিমা, খুব ভালো মেয়ে।"

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র নীলিমা নব-লব্ধ বন্ধুর হাত ধরিয়া তাহার পাঠ-কক্ষে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষের প্রাচীর গাত্রে **"ghost gallery"** (ঘোস্ট্ গ্যালারী) নামে একখানি বড় তৈল-চিত্র লম্বিত ছিল। অমিয়ভূষণ সেখানির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিয়া উঠিল—উঃ **"ghost gallery"** —ভূতের আসন! নীলিমা তুমি কি ভূত বিশ্বাস কর?

"ভূত!—করি বৈ কি।"

"কর! হাঃ হাঃ!"

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি কর না?"

"নিশ্চয় না।"

"ডাইনি আছে—বিশ্বাস কর?"

অমিয়ভূষণ বিজ্ঞের মত টেবিল বাজাইয়া বলিয়া উঠিল—"আমি এমন মূর্খ নহি।"

নীলিমা ধীরে ধীরে কহিল—"কিন্তু যদি আমি তোমায় দেখাইতে পারি?"

"দেখাইতে পা—র—?"

"হাঁ—দেখাইতে পারি?"

অমিয়ভূষণ চুপ করিয়া রহিল। নীলিমা বলে কি—দেখাইতে পারে! উঃ বাবা! কিন্তু একটি মেয়ের কাছে সে যে হারিয়া যাইবে? ইহা কোন মতেই উচিত হয় না; কাজেই সাহসে ভর করিয়া বলিল—"চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।"

"দেখ্‌তে চাও?"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া অমিয়ভূষণ নীলিমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নীলিমা বলিল—"ঐ যে সম্মুখে—ঐ শালবন দেখ্‌ছ—উহার ভিতর এক ডাইনি আছে—লোকে বলে। আমি বিশ্বাস করি না—"

অমিয়ভূষণ কহিল—"লোকে যখন বলে, তখন—বিশ্বাস না করার কারণ কি?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলিমা ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"লোকে ত বলে—ভূত আছে, তুমি বিশ্বাস কর না কেন ?"

অমিয়ভূষণ অপ্রতিভ ভাবে বলিয়া ফেলিল—"তা বটে।"

নীলিমা বলিল—"আমি বিশ্বাস করি না ; কর্ব্বও না। লোকের ধারণা যে ভুল, তাহা আজ আমি আবিষ্কার কর্ব্ব, আমি আজ ঐ শালবনের মধ্যে গিয়ে—"

বাধা দিয়া অমিয় বলিল—"তুমি ?"

নীলিমা বলিল—"হাঁ—আজ আমি সেখানে গিয়ে দেখ্ব ও লোককে দেখাব—মতি ডাইনি নয়। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? সাহস আছে ?"

অমিয়ভূষণ বলিল—"আছে বৈ কি ? কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, কেউ কাউকে ফেলে পালাবে না।"

নীলিমা হাসিয়া বলিল—"তার জন্য প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন কি ! আমরা দু'জনে বন্ধু না ?"

তখনই অমিয়ভূষণের হাত ধরিয়া নীলিমা সেই অজানা শাল-বনের দিকে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যত অগ্রসর হইতে লাগিল, অমিয়ভূষণের বুকের ভিতর কেমন দুর্ দুর্ করিতে লাগিল ; সে যেন নীলিমার হস্ত-চালিত একটা কাঠের পুতুল—নীলিমা তাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছে—সেই টানেই যেন সে চলিয়াছে। সে চলে আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করে—নীলিমা আর কতদূর ?

নীলিমা কোন উত্তর দিতে পারে না—তাহার ঘরের জানালা হইতে শালবন কত কাছে বলিয়া মনে হইত—কিন্তু কতক্ষণ অবধি চলিয়াছে—পথ আর ফুরায় না। যতদূর যায়—দেখিতে পায়—সেই শালবন তাহার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবশেষে অমিয় বিরক্ত হইয়া পড়িল—সে একটি গাছের তলায় টপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—"আর পারি না, নীলিমা। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্—আর একদিন আসিয়া শালবন দেখা যাইবে।"

নীলিমা মনের বিরক্তি ভাব চাপিয়া, একটু হাসিয়া বলিল—তোমার কি বুদ্ধি, অমিয় ! আজ যদি আমরা এখান থেকে ফিরে যাই—আবার যে দিন আসব সে' দিন কি এই দূরত্ব সমানই মনে হইবে না ? সে দিনও আমরা এইখানে আসিয়া হাঁপাইয়া পড়িব। সে দিনও বলিব, আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। দূরত্ব ত বাড়িবে বই কমিবে না।

হতাশ ভাবে এলাইয়া পড়িয়া, অমিয় বলিল—"তা বটে !"

নীলিমা বলিল—"তার চেয়ে আমি বলি, যখন এতদূর আসিতে পারিয়াছ, চল, আর একটু গেলেই শালবনের ভিতরে পৌঁছিতে পারিব। ওঠ অমিয়"—

অমিয়ভূষণ বলিল—"নীলিমা, বন্ধু ভাবেই বলছি, তুমি এসব খামখেয়ালি ছেড়ে দাও। কি জান, কিসে কি হয়—কে বলিতে পারে ?"

নীলিমা বলিল—"এই সাহস আর এই বীরত্ব নিয়ে তুমি বল্‌ছিলে—ভূত বিশ্বাস কর না ! শোন অমিয়, আমি তোমায় জোর কর্ত্তে চাহি না— তোমার ইচ্ছা হয়—তুমি আমার সঙ্গে এস ; নয় ত' ফিরে যেতে পারো—তা'তে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ; তবে আমার একটি অনুরোধ আছে বাড়ী গিয়ে তুমি আমার কথা কাহাকেও কিছু বলিও না। বল—কি কর্ব্বে ?"

নীলিমার সঙ্গ ও বন্ধুতা যদিও অমিয়ভূষণের পক্ষে লোভনীয় ছিল—ভয়ও তাহার কম ছিল না। অনেক ভাবিয়া শেষে বলিল—"না, তোমায় একেলা ছেড়ে দিতে পারি না—চল যাই।"

অধর কোণে হাসি চাপিয়া নীলিমা বলিল—"বাহবা অমিয়, আমি তোমায় ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পার্চ্ছি না। এস ভাই—"

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, তাহারা শালবনের ধারে উপস্থিত হইল। বাহির হইতে যতদূর দেখা যায়—ঘোর অন্ধকার ; বাহিরে তখনও সূর্য্য-রশ্মিতে পৃথিবী আলোকিত। অমিয় সেইখানে

থমকিয়া দাড়াইল। নীলিমাও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সেও সেইখানে একটু বসিল।

এই শালবনের ত্রিসীমানায় কেহ আসিত না—তাহার কোনদিকে কোথাও পথ নাই—বনের মধ্যে ঢুকিতে হইলে কাঁটা গাছ ডিঙ্গাইয়া, খাদ লাফাইয়া যাইতে হইবে—নীলিমা তাহাই ভাবিতেছিল।

একটা কালো রঙের বিড়াল নীলিমাদের সম্মুখ দিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিল। যে স্থান দিয়া সে প্রবেশ করিল, সে স্থান যেন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। নীলিমা অমিয়ের হাত ধরিয়া তুলিল, বলিল—"চলো অমিয়, এইবার আমাদের আসল কাজ।"

অমিয় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—"কাজ! কাজ কি আবার—গোঁয়ার্ত্তুমি বলো। ছ্যাঃ—ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়ে—"

নীলিমা হাসিয়া বলিল—"ও—কি আমার জ্যেষ্ঠতাত-মহাশয় গো! জান অমিয়, তুমি আমার চেয়ে বড় জোর দু'বছরের বড়?"

অমিয় বলিল—"দু'বছর কি কম হ'ল?"

নীলিমা আর কোন কথা কহিল না। সে আস্তে আস্তে বনের দিকে চলিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমিয় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীরব বনানী—যেন শুধুই অন্ধকার! রৌদ্র সেখানে ভয়ে প্রবেশ করে না।

গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল—তথাপি নীলিমা সে দুর্ব্বলতা গোপন করিতে লাগিল।

বনের ভিতর বৃহৎ পুষ্করিণী—একটা বড় পাহাড়—আর বড় বড় শাল গাছ—আর কিছুই নাই।

পুষ্করিণীতে নামিয়া অমিয় আঁজলা ভরিয়া জল পান করিল—যেন অনেকদিনের অনেক তৃষ্ণা তাহার গলায় আসিয়া জমিয়াছিল।

সেই সময় অদূরে পদশব্দ শুনা গেল—নীলিমা অমিয়কে বলিল—"অমিয়, ও কি শুন্‌চি, ভাই?"

অমিয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল...."মা—মা"—

নীলিমা সজোরে তাহার মুখে হাত চাপিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"শোন অমিয়, চেঁচিও না—আমরা এখানে আছি জান্‌তে পারলে হয় ত কোন বিপদ ঘটাতে পারে—তার চেয়ে এস, ঐ পাহাড়টার উপরে উঠে আমরা একটু চুপ করে লুকিয়ে থাকি—যে পদশব্দ শুনা গেল, তার গতি লক্ষ্য করা যাবে'খন।"

অমিয় নীলিমার কথার মূল্য বুঝিল—সে তখন পাহাড়ের শীর্ষে উঠিল—উঠবার সময় যে দু' তিনটা আছাড় খাইল, তাহা সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদশব্দ ক্রমশঃই নিকটে আসিতেছিল। একবার তাহার মনে হইতেছিল—ঐ যে পদশব্দ—উহাই মতি ডাইনির! এখনি মতি আসিয়া পড়িবে! যদি সে সাধারণ মানুষের মতই হয়, ভাবিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আবার—যদি সে বাস্তবিক একটা ডাইনি—রাক্ষসী হয়—! অমিয়র অবস্থা ভালো নয়—সে নীলিমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতেছিল।

পদশব্দ আরো নিকটে—আরো। অবশেষে তাহাদের সম্মুখে, সেই পর্ব্বতের সানুদেশে এক বিকটদর্শন, লোলচর্ম্ম, কুৎসিত বৃদ্ধা রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু দুইটা ভাঁটার ন্যায় গোল, আর সে দু'টা যেন জ্বলিতেছে। তাহার পরিধানে একখানি কালো রঙের কাপড়—মুখখানা যে কি ভয়ঙ্কর—তাহা কি বলিব।

অমিয় সবলে নীলিমার হাত চাপিয়া ধরিল। নীলিমারও শরীর যেন কেমন করিতেছিল।

বৃদ্ধার জ্বলন্ত দৃষ্টি যেন চারিদিকে কাহার অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার সঙ্গে সে-ই কালো বিড়ালটা। সেটাও চারিদিক লক্ষ্য করিতেছে।

পতনোন্মুখ অমিয়কে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া নীলিমা একদৃষ্টে তাহাদের দেখিতে লাগিল। সামান্য আল্গা পাইলে বোধ করি অমিয়ভূষণ পাহাড়ের নীচে পড়িয়া ডাইনির ভক্ষ্য হইত।

বৃদ্ধা যখন কোন শব্দ শুনিতে পাইল না—এবং বন বেশ নির্জ্জন বলিয়া জানিল, তখন সে আস্তে আস্তে কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা সাবল বাহির করিয়া একটি স্থান খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তার পর ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে আবার কাপড়ের ভিতর হাত পুরিয়া একটা ছোট পুঁটুলী বাহির করিয়া সেই গর্ত্তে পুঁতিতে লাগিল। পরে গর্ত্ত বুজাইয়া ঘাসের চাপড়া বসাইয়া তাহা পূর্ব্বের মত করিয়া ফেলিল।

ঠিক এই সময়ে 'হ্যাঁচো'—শব্দ হইল। বৃদ্ধা লাফাইয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল; বিড়ালটা এখানে ওখানে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে অমিয় হাঁচি চাপিতে না পারিয়া হাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। এক্ষণে বৃদ্ধার সেই আগুনের মত চাহনি দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে নীলিমাকে ধরিয়া ঢিপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বিপদের সময় ভগবানকে ডাকিতে হয় এ কথা নীলিমার ঠাকুরমা অনেকবার শিখাইয়াছিলেন, নীলিমা একমনে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"চল অমিয়, নামিয়া যাই।"

"হুঁ হুঁ; আর একটু থাক, এখনও তার পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে।"

"এইবার এস—"

"ভাল ক'রে চারিদিক চেয়ে, বেশ ক'রে দেখ-দেখি কোথায় কিছু দেখা যাচ্ছে না ত!"

"না—এস।"

অমিয়ভূষণ জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাপ্, কি অশুভক্ষণেই বের হওয়া গেছল! আজ যে ফিরে আসা গেছে এই যথেষ্ট। কি বল নীলিমা?

নীলিমা কেবল মাত্র অমিয়র মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমিয় যে বলিয়াছে মিথ্যা নয়। ডাইনি-টা যখন হাঁচির শব্দে, ব্যাধের বাণের আগমন-শব্দে চমকিয়া, উৎকর্ণ হইয়া হরিণ-শিশু যেমন চারিদিক নিরীক্ষণ করে সেইরূপ লাফাইয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল—তাহার সেই সময়কার ভীষণ চক্ষু দু'টা দেখিয়া অমিয়র মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না—যে সে ডাইনি! পথে আসিয়া অমিয় যখন আপনাকে

খুব নিরাপদ মনে করিল, তখন সে নিজের বিশ্বাসটিকে নীলিমার মনে দৃঢ় করিয়া দিবার জন্য কহিল—"কেমন নীলিমা, বিশ্বাস হোল ত, ও মাগী ডাইনি ?"

নীলিমা বলিল—"বিশ্বাস কর্ব্বার বিশেষ কোন কারণ ত এখনও পাওয়া যায় নাই।"

অমিয় বলিল—"আরো চাই ? চেহারাত দেখিলে—"

নীলিমা একটু হাসিল, বলিল—"অমিয়, চেহারা খারাপ বলিয়াই কি মতি ডাইনি হইবে ? চেহারায় আমাদের নিজের কতটুকু হাত আছে ? ভগবানের সৃষ্টি মানুষ—কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত। তার জন্য কুৎসিতকে ঘৃণা কল্লে ভগবানকেও ঘৃণা করা হয় তা জান ? সামান্য একটি পতঙ্গকে ঘৃণা কর্ত্তে নাই, তা ভগবান ত দূরের কথা !"

পথের মাঝেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। দূরে গ্রাম হইতে শাঁখের শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা গেল। পথ বেশ জানা নয়, দু'জনে অতি কষ্টে হাত ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। প্রবেশ করিবার সময় নীলিমা অমিয়কে বলিল, আমরা যে কোথায় গিয়েছিলাম, তাহা কাহাকে বলিও না।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গেল,—অথচ বালক বালিকা দুইটি ফিরিল না—নীলিমার মাতা ও মিসেস্ মল্লিক অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন। বেড়াইতে বাহির হইয়া নীলিমাত এত দেরী কখনই করে না। সঙ্গে ভৃত্যও নাই। নীলিমার মাতা দ্বারবানকে

পাঠাইয়া দিলেন—ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেবের বাড়ী দেখিয়া আসিতে; পাচককে মুখুয্যে সাহেবের বাঙ্গলায় পাঠাইলেন—মুখুয্যে সাহেবের ছোট ছেলে প্রশান্তকুমারের সহিত নীলিমার খুব ভাব। দাই-মাকে খুব বকিতে লাগিলেন; সে বুড়ী খুব চটিয়া বিছানায় নীলিমা শুইয়া আছে কি না দেখিতে গেল। আমার পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিয়া রাখা ভাল—কিছুক্ষণ পরে তাহাকে খুঁজিতে আসিয়া নীলিমার মাতা দেখিলেন নীলিমার শয্যায় কে সর্ব্বাঙ্গে ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। ঢাকা তুলিয়া তিনি দেখিলেন পরম সুখে বুড়ী নিদ্রা যাইতেছে। তাহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না তাই, নহিলে সে দিন একটা কাণ্ড হইয়া যাইত। এ কথা নীলিমার মাতা পরে বলিয়াছিলেন।

দ্বারবান পথেই নীলিমাকে দেখিল। সঙ্গে লইয়া বীরপদ ভরে গৃহে আসিয়া বাহির হইতে হাঁকিল—"এ দাই, মাইজীকে বোল্, খুঁকী আ'গিয়া।"

উপর হইতে শব্দ হইল নীলিমা! উপরে এস।

বুদ্ধিমান্ অমিয়ভূষণের মাথায় চট্ করিয়া এক বুদ্ধি জোগাইল;—সে একটি চাকর সঙ্গে লইয়া বাহিরের দিকে গেল। এবং সে স্থানের কথা উল্লেখ করিতে চাকরকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা—প্রথম বেগটা নীলিমার উপর দিয়েই যাক্।

নীলিমার মাতার স্বভাবটি ছিল বড় মধুর ; তিনি সদা প্রফুল্ল-ময়ী—তাঁহার মুখখানি সমস্তক্ষণ হাসি-হাসি। আজ নীলিমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—মাতার মুখ, পড়া না করিলে পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ যেমন হয়, সেই রকম,—গম্ভীর। নীলিমা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাতা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমিয় কোথা ?"

অমিয় দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—এখন সাহস করিয়া ঢুকিয়া বলিল—"এই যে আমি।"

মিসেস্ মল্লিক পুত্রের পানে চাহিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন। নীলিমার মাতা তাহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যাও তোমরা একটু গান করগে"।—একটু থামিয়া আবার বলি-লেন—"অমিয়, বাজাইতে পার ?"

অমিয় কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিসেস্ মল্লিক বলিলেন,—"পারে বৈ কি। ওর বাবা ওকে কিছুতেই গান বাজনা শিখাইতে রাজী ছিলেন না। কেবল আমার জেদ—

"বেশ ত ; ছেলে মেয়েরা একটু বাজালে কি গাইলে শুনে তৃপ্তি হয়। যাও তোমরা।" তাহারা চলিয়া গেল।

মিসেস্ মল্লিক বলিয়া দিলেন—'আমার জন্মভূমি' গাইও, অমিয়।

মিসেস্ মল্লিকের হাত নিজ হস্তমধ্যে রাখিয়া নীলিমার মাতা বলিলেন—"ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়ে, সরযূ ? সেই—

"সেই গান গাওয়া ; সেই দার্জ্জিলিঙ্ পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি ; সেই, কলেজের গাড়ীটিতে বসিয়া—বসিয়া—

নীলিমার মাতা তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আঃ, কি যে বলিস্, সরযূ, তার ঠিক নেই।"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে পিয়ানোর সুরের সহিত নীলিমার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল—

"তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নীলিমা দাইমার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল—তাহার অর্দ্ধেক রাত। তাহার নাক হইতে ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ হইতেছে ; মুখ দিয়া খুব হাওয়া বাহির হইতেছে—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অমিয় বলিল "নীলিমা, একটু মজা করা যাক্।" বলিয়া যে মুহূর্ত্তে বৃদ্ধা ঘুমের ঘোরে হাঁ করিল, অমিয় খানিকটা জেলি আনিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দিল। বৃদ্ধা তাহা চুষিতে লাগিল। অমিয় দেখিল ঠিকমত হইল না, সে একগাছি বড় দড়ি আনিয়া বৃদ্ধার একটি পায়ে বাঁধিয়া, তাহার অপর প্রান্ত খাটের পায়ায় বাঁধিয়া দিল এবং নীলিমাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। অনেক্ষণ পরে বুড়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া যেই বাহির হইতে যাইবে, অমনি ধপাস্ করিয়া পড়িল ;—বাহিরে সেই সময় খুব জোরে কে হাসিয়া উঠিল। দাই-মা রাগের মাথায়, কাঁপিতে কাঁপিতে আবার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল—আবার ধপাস্। আবার উঠিল, আবার তাই। সে বোধ হয় এতক্ষণ ভাবিতেছিল ঘুমের ঝোঁকে পড়িয়া যাইতেছে, এখন পায়ের বাঁধন দেখিতে পাইল। দাঁত দিয়া দড়ী কাটিয়া ফেলিল। ফেলিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল—বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া নীলিমা চুপ

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে আর মুখে একটা বড় রুমাল গুঁজিয়া দিয়া অমিয় সজোরে হাসি চাপিতেছে—কিছুতেই পারিতেছে না—হাসি যেন চোখ্-মুখে সকল অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে।

দাই-মা রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছিল, সে আসিয়া নীলিমার উপর বাঘের মত পড়িয়া বলিল—আমার সঙ্গে ইয়ারকি, বুড়ো মেয়ে ? একটু লজ্জা করে না ? চল্ তোর বাবার কাছে, বড় বাড় বাড়িয়ে তুলেছিস্।

নীলিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাই-মার রাগ আরো বাড়িয়া চলিল ; সে মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"চল্ বল্‌ছি, চল্।"

অমিয় পলাইতে পলাইতে বলিয়া গেল—"আর তুইও চল্‌না বুড়ী, সন্ধ্যা বেলা ঘুমাচ্ছিলি, আমিও সই-মাকে বলে দিচ্ছি 'খন।—চল্।"

ঠিক যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল।

দাইমা একবার পলায়িত অমিয়র দিকে চাহিল, পরে নীলিমাকে কহিল—"নীলি, মুখ খানা এত শুকিয়ে গেছে কি হ'য়েছে রে ?"

নীলিমা বলিল, —"আজ আমি মতিকে দেখেছি।"

জিহ্বার কতক অংশ বাহির করিয়া দাইমা বলিল, "মতি ! কে মতি ?"

নীলিমা শান্তস্বরে বলিল, "যাহাকে তোমরা ডাইনি বল—সেই মতি।"

দাইমা মাটিতে বসিয়া পড়িয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "অ্যাঁ কি বল্‌ছিস ? সত্যি সত্যি ?"—তাহার গলা জড়াইয়া গিয়াছে।

নীলিমা উত্তর করিল, "আমাকে কখনো মিছা কথা বল্‌তে শুনেছ ?"

দাইমা বলিল, "ও মা তাইতো কি হবে গো—ও বাবা, এ ডাকাত মেয়ে কি বলে গো—"

"চেচিও না বল্‌ছি।"

ধমক খাইয়া দাইমা চুপ করিল, অনেকক্ষণ অবধি সে কোন কথা কহিতে পারিল না। অমিয়ভূষণ পিয়ানোয় বসিয়া গাইতেছিল,—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে—স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

এমন যে গান যাহা নীলিমা কতবার আগ্রহভরে শুনিয়াছে আজ ভাল লাগিল না। সে শয্যায় আসিয়া ঢিপ্‌ করিয়া শুইয়া পড়িল।

দাইমা কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। এই সময়ে অমিয় সেখানে আসিয়া বসিল। দাইমা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, "আজ কোথায় যাওয়া হয়েছিল গা ?"

অমিয় মাথা নাড়িয়া খুব মুরুব্বির মত বলিল, "হুঁ, হুঁ সে জায়গায় যদি যেতে—হুঁ, হুঁ—আর ফিরে আসতে হ'ত না। ডাইনি ঘাড়টি মট্‌কে টপ্‌ করে মুণ্ডুটা গালে ফেলে দিত ; আর ধড়টা পাচিয়ে তুলে রাখতো। বুড়ি হাড় শক্ত হ'য়ে গেছে

কিনা—নরম না হলে ত আর খেতে পার্বে না—হুঁ হুঁ ।”

নীলিমা অমিয়কে বলিল, “অমিয় তার চেহারাটা কি রকম বিশ্রী ।”

অমিয় এইবার তাহার সুযোগ পাইল ; সে বলিল, “নয় আবার। তখন আমি বলেছিলুম বলে একেবারে তাড়া ক'রে উঠেছিলে ! ও যে ডাইনি সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আমার মাষ্টার মহাশয় বলেন, Face is the index of a man অর্থাৎ কিনা—এই, ইয়ে কিনা—

“ইয়ে কিনা—কি মাষ্টার মল্লিক ? 'ইয়ে কিনা' কি Face is the index of a man এর বাংলা মানে না কি ?” বলিতে বলিতে এক সুন্দর পুরুষ ঘরে ঢুকিলেন। অমিয় লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছিল না।

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া নীলিমা বিছানা হইতে উঠিয়া— “এই যে বাবা, কখন এলে ?”—বলিয়া নামিয়া আসিল।

ইনিই দীননাথ বাবু—নীলিমার পিতা। তিনি বলিলেন— “নীলিমা, তোমার মা তোমার উপর রাগিয়াছেন—তোমাকে আদেশ করিয়াছেন, তিন দিন তুমি আমাদের সঙ্গে আহার করিতে পাইবে না—একলা আহার করিবে আর ঐ তিন দিন তুমি কাহারো সহিত কথা কহিবে না।”

নীলিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল,—প্রথমটা যেন সে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—তার পর কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার দুই চক্ষু হইতে পাহাড়ের গায়ে ঝরণার মত ঝর্ ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কি বলিতে চেষ্টা পাইল,— কথা বাহির হইল না। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দীননাথ বাবু আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সস্নেহে দুহিতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার সজলমুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাহিও, তিনি ক্ষমা করিবেন। তোমার উপর রাগ করিয়া কি আমরা থাকিতে পারি—মা ?"

নীলিমা শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল, "বাবা, মা আমার উপর রাগ করিয়াছেন, কেন জান ?"

পিতা কহিলেন, "তুমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া মাস্টার মল্লিককে সঙ্গে করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে ছিলে ;—সঙ্গে চাকর বাকর কাহাকেও লইয়া যাও নাই—যদি কোন একটা বিপদ ঘটিত তখন আমাদের দশা কি হইত ?"

নীলিমা আর কথা বলিতে পারিল না।

পিতা জিজ্ঞাসিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে ; নীলিমা ?"

নীলিমা বলিল, "বাবা, সে কথা আজ যদি তোমায় না বলি, তুমি কি রাগ কর্ব্বে ? তোমায় অন্য একদিন তা বল্‌বো। বল বাবা, রাগ কর্ব্বে না ?"

"তোর উপর রাগ কর্ত্তে পারি না যে মা আমার ?"—বলিয়া দীননাথ বাবু আবার তাহাকে চুম্বন করিলেন। নীরব ও শান্ত-

ভাবে উপবিষ্ট অমিয়র দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "কিহে ব্যাপার কি, মাষ্টার মল্লিক—ওটা কি ইয়ে নাকি ?"

বেগতিক বুঝিয়া অমিয় বুদ্ধিমানের মতই চট্ করিয়া চম্পট্ দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বহুকাল পূর্ব্বে একবার রথের দিন একটি সন্ন্যাসী আসিয়া গ্রামের কোন কোন লোককে বলিয়া গিয়াছিল, এই গ্রামে একটা ডাইনি আছে ও একটা রাক্ষসী জন্মিবে। সেই সন্ন্যাসী লৌহকে সোণায় পরিণত করিতে পারিত; কাহারও কোন অসুখ থাকিলে ফুঁ দিয়া সারাইয়া দিত—লোকে 'দেবতা' ভাবিয়া সন্ন্যাসীকে রাশি রাশি টাকা দিয়াছিল। সন্ন্যাসী টাকার থলি ও কম্বল ঘাড়ে ফেলিয়া চিমটা হাতে চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার কথা দুইটা আকাশে বাতাসে বিষের মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাইনি ত আছেই বটে—মতির কথা বড় বেশী করিয়া লোকের মনে পড়িতে লাগিল,—তাহারা একটা রাক্ষসীর আসার সম্ভাবনা জানিয়া সর্ব্বদা সভয়ে থাকিত। অতি শিশুও তাহার মা কিংবা ঠাকুরমার নিকট শুনিত—মতি ডাইনি! স্কুল বা কলেজের ছেলেরা 'গঙ্গা' পুকুর ধারে বসিয়া ঐ কথারই আলোচনা করিত।

অনিল কলেজ হইতে এফ্, এ পাশ করিয়া আসিয়াছে; অন্য সকলের সহিত তাহার মতের মিল ছিল না। সে একদিন সন্ধ্যা-বেলা 'গঙ্গার' সোপানে বসিয়া সমবয়স্ক কয়েকজনের সঙ্গে ভয়ানক তর্ক জুড়িয়া দিল। অনিল গাদা গাদা ইংরাজী ও সংস্কৃত শ্লোক, প্রবাদ হু হু করিয়া মুখস্থ বলিতে লাগিল—সে

৩

প্রমাণ করিবে যে ডাইনি বলিয়া কোন জিনিষ এ সভ্যজগতে নাই—থাকিতে পারে না! আর উনবিংশ শতাব্দীতে সে কথা বিশ্বাস যে করে, সে 'বোকা ও মুর্খ'—যদিও এ কথা প্রমাণ করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহারা তর্ক করিতেছিল তাহারা যুক্তি মানে না, গণ্ডগোল করিয়া অনিলকৃষ্ণকে 'ঘা কতক আচ্ছা করিয়া' দিয়া দিল এবং সেই দিন হইতে চারিদিকে জাহির করিয়া দিল যে, অনিলকৃষ্ণ ঘোষ কলেজে পড়িয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে—সে ধর্ম্ম মানে না! দেবতা মানে না! উপদেবতা নাই বলে! আর নামের পূর্ব্বে শ্রী বসায় না, কৃষ্ণ না বলিয়া কৃষ্ট লিখে ও 'ঘোষের' পরিবর্ত্তে 'ঘোষা' লিখিয়া থাকে। তর্কের শেষ অনেকগুলি চিহ্ন গালে ও পিঠে বহিয়া অনিল 'গঙ্গার' ঘাট ত্যাগ করিল এবং বাধ্য হইয়া অনেকদিন গ্রামের পথ চলাও তাহাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতার ভয় হইয়াছিল—অনিলকৃষ্ণের ভগ্নী সুধার বিবাহ সময়ে ভয়ানক গোল হইবে। একটু হইয়াও ছিল। শেষে প্রকাশ্য সভায় অনিলকৃষ্ণ নামের পূর্ব্বে শ্রী বসাইল, কৃষ্টকে কৃষ্ণ করিল ও ঘোষার বদলে ঘোষ করিল।

সেইদিন হইতে ডাইনির অস্তিত্বে কাহারও অবিশ্বাস রহিল না; কেহ তর্কও করিত না—কারণ তর্কের শেষে যুক্তির বদলে লাঠির ব্যবস্থা ছিল।

অনিলকৃষ্ণ বি, এ, ক্লাসে পড়ে; তাহার স্বভাব চরিত্র খুব সৎ;—তবে সে কেমন একরোখা রকমের ছেলে। সে এখনও

তাইনি বিশ্বাস করে না। সে দিন বঙ্গবাসীতে—"ভুল বিশ্বাস" বলিয়া একটি হাসির কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার ভাব ও ভাষা বেশ নরম ছিল না—ভাগ্যে গ্রামের লোক কেহ বঙ্গবাসীর গ্রাহক ছিল না, তাই রক্ষা,—নতুবা কি হইত বলা যায় না। কেবল জজ সাহেবের বাড়ীতে সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা কাগজের সঙ্গে "বঙ্গবাসীও" আসিত। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ঘোষ স্বাক্ষরিত কবিতা দেখিয়া দীননাথ বাবু এজলাসে বসিয়া পাঠ করিয়া হাসিলেন ও লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া বাড়ীতে মেয়েদের পড়িতে পাঠাইলেন। নীলিমা অনিল দা'র কবিতা পড়িয়া হাসিল বটে—কিন্তু মতে সে অনিলের স্বপক্ষেই সায় দিল।

অনিল সেবার কিসের একটা ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। নীলিমা এ সংবাদ পাইবামাত্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। নীলিমাদের বাড়ীতে অনিলের অবাধ গতি। তাহাকে সকলে স্নেহ করে।

সে আসিলে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া কবিতাটি বাহির করিয়া নীলিমা বলিল, "বাহবা, অনিল দা, তুমি যে এমন কবিতা লিখিতে পার, তা ত আমি জান্তুম না।"

অনিল ভাবিল, নীলিমা কবিতা লেখা শিখিতে চায়, তাই এত উমেদারি। সে বলিল—"তুইও যদি লিখিস্, তুইও পারিস্।"

নীলিমা হাসিল—"হাঁ, আমি আবার কবিতা লিখ্তে পার্ব্ব!"

অনিল গর্ব্বভরে বলিল—"আমি তোকে শিখিয়ে দেব-রে।"

নীলিমা আনন্দ চাপিয়া বলিল—"দেবে? সত্যি?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনিল গুরুমহাশয়ের মত গম্ভীর হইয়া বলিল—"দেব'! শেখ
হয়ে গেলে গুরু-দক্ষিণা দিবি ত ?"

নীলিমা বলিল—"কি দক্ষিণা চাও, বল শুনি। শুনে ত
ঠিক কর্‌ব, শিখ্‌ব কি না।"

অনিল জানিত, নীলিমা চমৎকার জরির ফুল তোলা জু
বুনিতে পারে! একটু হাত রগড়াইয়া, 'কিন্তু কিন্তু' করি
অবশেষে বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া নীলিমা বলিল—"গুরুবে
জুতা দান! ছিঃ ছিঃ!"

অনিল বলিল—"তা হোক গে। তা হ'লে এখন যা
আবার কাল আস্‌ব।"

নীলিমা বাধা দিয়া বলিল—'যে জন্যে তোমায় ডেকে
... কথাই বাকী।"

নবম পরিচ্ছেদ

অনিলকৃষ্ণ একখানি সোফায় জমিয়া বসিল। বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল—"নীলিমা, তোর বাবার একটা ভালো বন্দুক ছিল না?"

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"কেন, আছে ত! দেখ্‌বে?"

অনিল বলিল—"কৈ?"

"দাঁড়াও, আন্‌ছি" বলিয়া নীলিমা বাহির হইয়া গেল ও একটু পরে একটা কাঠের বাক্স দুই হাতে বহিয়া আনিল—"ধর ধর—শীঘ্র; পড়ে গেল"—বলিয়াই ছাড়িয়া দিল। অনিল তাড়াতাড়ি না ধরিলে পড়িয়া সেটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

অনিল বাক্স খুলিয়া ফেলিল। তাহার মধ্যে একটি দো-নলা বন্দুক শুইয়া ঝক্ মক্ করিতেছিল। অনিলকৃষ্ণ সেটিকে তুলিয়া নাড়িতে লাগিল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল—"অনিল দা, শিকার কর্ত্তে পার?"

"হুঁ,—পাখী, খরগোস, হরিণ,—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নীলিমা মৃদু হাসিয়া বলিল—"ইন্দুর, আরস্‌লে, টিকটিকি, ব্যাঙ—কি বল?"

অনিল বলিল—"বিশ্বাস কর্চ্ছিস্ নে?—সেবার দমদমায় এক গুলিতে একটা হনুমান মেরেছিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ

"উঃ—কি বীরত্ব—সাবাস্! শুনবে অনিলদা, আমার বীর-পনা? গোবরের গাদা দেখেছ ত? দৌড়ে গিয়ে এক লাফ মেরেছি—একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত বসে গেছে। একটা খুব ধারালো দা দিয়ে একটা কচু গাছ দশ বারো কোপ মেরে কেটে কুচি মুচি করে ফেলেছি।" বলিয়া সে অনিলের পানে আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

অনিল বলিতে লাগিল—"একটা বাঘ—"

বাধা দিয়া নীলিমা অমনি বলিল—"উঃ বাবা, বাঘ কি বল? বেরালের মাসী! উঃ—বাঘের কটা হাত, কটা পা অনিলদা?"

অনিল হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল; সে রাগ করিয়া বলিল—"বাঘ—দেখিস নি, পোড়ারমুখী?"

নীলিমা তখন বলিল—"উঃ, হুঁ—দেখাবে অনিলদা—দেখাবে?"

অনিল বলিল—"হাঁ। নিশ্চয়ই দেখাব। এই বন্দুকটা নিয়ে এক দিন যদি আমার সঙ্গে বনে যাস্, আমি নিশ্চয় দেখাব। শুধু দেখাব নয়,—মেরে দেখাব।"

নীলিমা বলিল—দেখ, শেষে ফটিকবাবুর মত হবে না ত! সেই যে তিনি বলেছিলেন—

"এখন পাই যদি একটা বাঘ,
আমার বড্ড হবে রাগ।"

বাঘ না আসায় গাছের ডালে একটা পেঁচা দেখিয়া ফটিক বাবুর—"
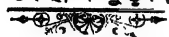
অনিল চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল—"দেখ্‌বি.—দেখ্‌বি তখন বুঝ্‌বি, অনিলদা শুধু কথাই বলে না।"

নীলিমা বলিল—"আর একজন ঐ কথা বলেছিলে যে ভূত বিশ্বাস করে না! যেমন আমি বলেছি ডাইনি দেখাব, অমনি দাঁত কপাট লেগে গিছল।

"সে কে?"

"অমিয়ভূষণ।"

"মল্লিক?"

"হাঁ।"

"সে ছেলেমানুষ।"

"আর তুমি—হা হা, অনিলদা, তুমি বুড়ো মানুষ না?"—বলিয়া নীলিমা অনিলের গোঁফের রেখার উপর হাত বুলাইয়া দিল।

তখন স্থির হইল—আগামী পরশ্ব মধ্যাহ্নে তাহারা তিনটি শিকারী বন্দুক, গোলাগুলি ও রসদাদি লইয়া শিকারে বাহির হইবে। নীলিমা খবর পাঠাইয়া অমিয়কে আনাইয়া লইবে। অনিল বলিয়াছে, তাহাকে সঙ্গে রাখিতেই হইবে। সে তাহাদের খাদ্য বহন করিবে। শিকার করিয়া অনিলকৃষ্ণ যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, নীলিমা সেবা করিবে আর অমিয় যে খাবার বহিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই খাইবে। নীলিমার স্বভাব হিংসা ও হত্যার পক্ষপাতী নহে—তাহারা কতকগুলি নিরীহ পশু পক্ষীকে
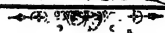
অকারণে হত্যা করিয়া আনন্দোপভোগ করিবে, নীলিমার প্রকৃতি তেমন নয়; এই শিকারের ছল করিয়া সে তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে চায়—সে বৃত্তান্ত পাঠক-পাঠিকা যথাসময়ে জানিতে পারিবেন।

তাহাদের পরামর্শ চলিতেছে, এমন সময়ে বাহিরে পদ শব্দ হইল;—অনিলকৃষ্ণ চট্ করিয়া বাক্সের ভিতরে বন্দুকটাকে পূরিয়া খাটের তলায় রাখিয়া দিয়া, নীলিমাকে বলিল—"তা' হলে নীলিমা, তুই ঠিক শিখ্‌বি?" উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই আবার বলিল—"আমিও ঠিক বল্‌ছি—তোকে আমি শ্রেষ্ঠা স্ত্রী-কবি করিয়া দিব।"

অনিলের উপস্থিত বুদ্ধিতে হাসিয়া নীলিমা বলিল—"শিকারী করিয়া দিতে পারিবে না?

নীলিমার মাতা প্রবেশ করিলেন। অনিলকে সে দিন আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন নীলিমা অনিলকে গাহিতে বলিল। প্রথমে অনিল বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। নীলিমাও ছাড়িবার মেয়ে নয়। অনেক জেদাজিদির পর অনিল একটি গান গাহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরামর্শ স্থির হইবার পর হইতে নীলিমার আর সে উল্লাস রহিল না। যদিও ডাইনির তথ্য আবিষ্কার করিতে আগ্রহ তাহার অল্প ছিল না, তথাপি কেমন একটা অজানা আশঙ্কা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। নিজের জন্য সে ভীতা নহে; শুধু তাহার ভয়, সমস্ত লোকের ভুল ধারণা হইতে মতিকে যদি সে নির্দোষ বাহির করিয়া না আনিতে পারে! কিন্তু না, তাহার মন তাহাকে সাহস দিতে লাগিল, সে জয়ী হইবে।

অমিয়ভূষণকে পত্র লিখিল; সে আসিলে তাহাকে শিকার-যাত্রার কথা বলিল। অতি সহজেই অমিয় স্বীকার করিল। তাহার একটু কারণ আছে। অনিলকৃষ্ণ কলিকাতা হইতে ঝট্ পট্ কয়েকটা পাশ করিয়া ফেলিয়াছে, দুইখানা স্বর্ণপদকও সে পাইয়াছে। বাড়ীতে প্রায়ই অনিলকে উদাহরণস্থল করিয়া, তাহার জননী অমিয়কে অযথা তীব্র রহস্য করিয়া থাকেন। এই শিকার-সূত্রে অনিলকৃষ্ণের সহিত ভালো করিয়া আলাপ করিয়া দেখিবে, সে নিজে কোন দিন তাহার মত হইতে পারিবে কি না!

অমিয় বলিল—"কিন্তু নীলিমা, কি দিয়ে শিকার করব? আমার ত বন্দুক নাই।"

নীলিমা হাসিয়া বলিল,—"তুমি শিকার করবে না কি?"

অমিয় কহিল—"কর্‌ব না, ত যাব কি কর্‌তে?"

নীলিমা হাসিল, বলিল—"আমাদের সঙ্গে একটি লোক ত চাই; খাবার টাবার সব নিয়ে যেতে হবে।"

অমিয় বলিল—"এ্যাঁ, তুমি আমাকে মুটে কর্‌তে চাও? তবে এই পর্য্যন্ত!"

নীলিমা বলিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, বীরপুরুষ, তুমি সেই ডাইনির বিড়ালটা শিকার করিও।"

অমিয়ভূষণ চটিয়া গেল, বলিল—"বার বার তুমি সে witch (ডাইনির) কথা তোল কেন বল দেখি?"

নীলিমা হাস্যমুখে কহিল—"আমি তুলি, বা রে! সে দিন সেই বিড়ালটাকে দেখে তোমার যে রকম কাঁপুনি স্বুরু হ'য়েছিল, পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরেও লোকে এমন কাঁপে না।"

অমিয় দেখিল, আর কথা কাটাকাটি করিলে, সে দিনের সমস্ত কথাই পুনঃ প্রকাশ হইয়া পড়ে; কথা বদলাইবার জন্য হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, খাবার বইতে বইতে ফুরিয়ে গেলে আমার দোষ থাক্‌বে না কিন্তু।"

নীলিমা বলিল—"নিশ্চয়ই না। That is like a good boy অমিয়!"

তখন অন্য কথাবার্ত্তার পর অমিয় বলিল—"আসল কথাই ভুলে যাচ্ছ, নীলিমা। Who is to bell the cat?"

"অর্থাৎ"—বলিয়া নীলিমা হাসিল।

অমিয় বলিল—"মা'র মত ক'রবে কে ?"

"ওঃ ! তার জন্য ভাবনা কি ?"—বলিয়া নীলিমা চট্ করিয়া একখানি কাগজ লইয়া, টেবিলে বসিয়া কয়ছত্র লিখিয়া অমিয়র হাতে দিয়া বলিল—"Will that do ?—হইবে ত ?"

অমিয় বলিল—"কিন্তু তুমি যাবে, এ কথার উল্লেখ করলে না ত ?"

নীলিমা বলিল—"কেন, ঐ যে—"অনিলদা" বলিয়াছে, সে শিকার করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাহার সেবা করিব এবং অমিয় যে খাবার বহন করিয়া লইয়া যাইবে—"

অমিয় বলিল—"তা, ওটা লেখ্‌বার কি দরকার ছিল। কে লিখ্‌লেই হ'ত—আমরা তিনজনে শিকার করতে যাব।"

নীলিমা বলিল—"যা একেবারে মিথ্যা কথা ! শিকার অনিলদা'ই কর্‌বে। আমরা হ'লুম সঙ্গী। কেউ Tiffin carri (খাদ্যবাহক), কেউ audience (দর্শক)।"

অমিয় বলিল—"আজ যাই তবে। কাল আস্‌ব।"

"হ্যাঁ ; এস। চল তোমাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি —বলিয়া সে অমিয়র হাত ধরিয়া চলিল। পথিমধ্যে ধাই-মা সহিত সাক্ষাৎ। ধাই-মা অমিয়ভূষণের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক্ষণে তাহাকে নীলিমা'র সঙ্গে দেখিয়াই জ্বলিয় উঠিলেন।

অমিয় নীলিমার হাত টিপিয়া দিয়া বলিল—"মাথা বাঁচিয়ে চল, নীলিমা।"

দশম পরিচ্ছেদ।

ধাই-মা তাড়াতাড়ি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া আসিল। ঠিক ভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহিল—"কোথা ছিলি নীলি ?"

প্রশ্ন যদিও নীলিমাকে করা হইল, কিন্তু তাহার সতর্ক ষ্টিটা রহিল—অমিয়র উপর। নীলিমা কোন কথা কহিবার র্বেবই অমিয়ভূষণ কহিল—"একটা বড় রকম ভোজের যোগাড় রা হ'চ্ছিল।"

ধাই-মা জিজ্ঞাসিল—"কিসের ভোজ ?"

অমিয় কহিল—"একটা শ্রাদ্ধের। জীবন্ত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কি া, একটু বেশী ধূমধাম হবে।"

ধাই-মা নীলিমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—"কি রে নীলি ?"

নীলিমা সহজভাবেই কহিল—"না, না, মল্লিক তোমার সঙ্গে হস্য কর্‌ছে।"

শুনিয়াই ধাই-মার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। কহিল—"কেন, হ্যাঁ াপু! আমার সঙ্গে রহিস্য করা। আমি কি তোমার ইয়ার ?" লিয়া মুখখানি এবং হাত দু'খানি কুস্তিগীর পালোয়ানের মত করিয়া দাঁড়াইল।

অমিয় কি বলিতে যাইতেছিল, নীলিমা তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া হিল—"কাজ নেই গোলমালে, এস।"

অমিয়নীলিমার হাত ধরিয়া কহিল—"চল, যাই।"

ধাই-মা বিকৃতমুখে কহিল—"যাবে কোথা হ্যাঁ ? আমি কি তামার রহস্যি মস্‌করার লোক যে গেরাজ্যির মধ্যেই আন না! কন বল ত বাপু ?"

নীলিমা মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল ; এখন ধাই-মার এই উগ্র ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া গেল। অমিয়কে টানিয়া কহিল—"এস।"

ধাই-মা বলিল—"এর মীমাংসা না ক'রে যেতে পারবে না।"

নীলিমা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না ; কহিল—"মীমাংসা কিসের ? ও ত কোন খারাপ ব্যবহারই করে নি, তোমার সঙ্গে। তুমিই বরং প্রথম দিন থেকেই ওর প্রতি সন্তুষ্ট নও। কেন ? আমি কি কিছু জানি নে, না বুঝি নে ?"

প্রথমে কয়েকমুহূর্ত্ত ধাই-মা কোন কথা কহিতে পারিল না। সে যেন বিশ্বাস করিতেই পারিতেছিল না যে, তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া নীলিমা এতগুলি কর্কশ কথা তাহাকেই বলিল। অবশেষে বলিল—"তোর কি ? তুই কেন টানিস্ ওর দিকে ?"

নীলিমা নিমেষমাত্র নীরব থাকিয়া কহিল—"টানি কি আবার ! মল্লিক আমার বন্ধু না ? তুমি তা'কে যা তা ব'ল্‌বে, আর তুমি চাও, আমি সেগুলি সহ্য ক'রে যাব।"

বাস্তবিক ইহাই ত সে চায়। এবং এতদিন ত এই রকমই চলিয়া আসিয়াছে। আজ কিসে তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইল। ধাই-মা কর্কশকণ্ঠে কহিল—"তুমি আমাকে অপমান করছ নীলিমা ?"

নীলিমা শান্তভাবে কহিল—"না, সে ইচ্ছা আমার নেই।

আমি শুধু এইটুকু তোমাকে বুঝিয়ে দিলুম, যা'তে তুমি মল্লিকের সঙ্গে ব্যবহারে একটু সতর্ক হবে"—বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

ধাই-মার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, ধাই-মা ভূতলে বসিয়া পড়িল। যদি কেহ মনে করেন যে, পরাস্ত হইয়া সে কাতর হইয়া পড়িয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়াই বলিতেছি সে তাঁহাদের ভুল। কলহ-যুদ্ধে ধাই-মা পরাস্ত হইবার নহে এবং মল্লযুদ্ধেও সে ইহাদের মত অনেকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে।—বসিয়া বসিয়া সে যে ভীষণতর প্রতিহিংসার চিন্তা করিতেছে, তাহা তখনকার সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখিলে আর বুঝিতে বাকী থাকে না।

ফটকের নিকট পৌঁছিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া অমিয় বলিল—"আসি নীলিমা।"

নীলিমা সহাস্যে বলিল—"এস। ভুলো না যেন।"

অমিয় চলিয়া গেলে, নীলিমা সেইখানেই বেড়াইতে লাগিল। ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে অমিয়র দ্বিচক্র-যানটি অদৃশ্য হইলে, সে গৃহে প্রবেশ করিল। বিনা কারণেই তাহার কপোলদেশ, অপরাহ্নের নিষ্প্রভ সূর্য্যরশ্মির মত রাঙা হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্য শিকারীত্রয়ের শিকার যাত্রার দিন। নীলিমা সকাল হইতেই খুব ব্যস্ত। পাচককে হুকুম দিয়া আসিয়াছে, ভালো করিয়া অনেক লুচি ভাজিয়া তরকারী করিয়া টিফিন বাক্সে পূরিয়া দিতে। ধাই-মার অনেক সাধ্য সাধনা করিতে হইয়াছে; তাহাকে এমন একটি পোষাক বাছিয়া দিতে হইবে, যাহা শিকারীর মত ঠিক না হোক, অন্ততঃ কতকটাও হয়। পিতার নিকট হইতে অনিলদা'র ব্যবহারের জন্য বন্দুক ও তাহার সরঞ্জামাদি চাহিয়া লইয়াছে। পিতা বলিয়া দিয়াছেন, —"বটের, তিত্তির হইলেই ভাল হয়। অবশ্য ঘুঘু এবং কাদা-খোঁচাতেও তাঁহার আপত্তি নাই।" মাতা বলিয়াছেন "হাত পা না ভাঙ্গিয়া আসিলেই তিনি সুখী হইবেন।"

ঠিক মধ্যাহ্নে দুইখান সাইকেলে চড়িয়া, দিব্য শিকারীর বেশে সজ্জিত হইয়া অমিয়ভূষণ এবং অনিল আসিয়া হাজির। নীলিমার মাতা ত হাসিয়াই আকুল। বিশেষ অমিয়কে দেখিয়া। নীলিমার পরামর্শে তিনি জানিয়াছিলেন, তাহার উপর কি ভার পড়িয়াছে। স্বহস্তে ঝোলার ভিতর নানাবিধ খাদ্য পূরিয়া তিনি অমিয়র পিঠে ঝুলাইয়া দিলেন। থারমোয় জল পূরিয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনিলকৃষ্ণ বন্দুকটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বিচক্ষণ শিকারীর মত বলিল—"All right."

নীলিমাও সজ্জিত হইয়া আসিল।

অনিল বলিল—"দেরি করিয়া লাভ কি? এইবার মার্চ্চ করা যাক্। One, two, three ' রাইট্, লেফ্‌ট্, রাইট্, লেফ্‌ট্।"

রাজপথে পড়িয়া তাহারা বনের দিকে চলিল। একটু দূরে গিয়াই, অনিল বলিল—"বনে ত যাওয়া চাই। বড় বন না হ'লে বাঘ পাওয়া যাবে কোথা?" বলিতেই নীলিমা বলিল—"ঐ শাল বনের মধ্যে চল তবে।" অমিয় দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল—"তবে আমি এই পর্য্যন্ত।" নীলিমা হাসিয়া বলিল—"ওঃ বুঝেছি! তোমার বুঝি সেই—

"চুপ, চুপ! বলো না, বলো না—" বলিয়া অমিয় হাসিয়া নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"অন্য দিকে গেলে হ'ত না?"

নীলিমা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সহাস্যে অনিলকৃষ্ণ বলিয়া উঠিল—"মল্লিকের বুঝি এই বনেই বীরত্ব পরীক্ষা হ'য়ে গেছে, নীলিমা?"

অনিল সমস্ত অবগত আছে জানিয়া, অমিয় নীলিমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। তাহার পেটে যদি একটা কথাও চুপ করিয়া থাকে! হুঁ—এমন হাল্‌কা সে!

অনিল বলিল—"দেখ নীলিমা, আমাদের যেমন পরিশ্রম
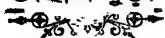
ভাগ ক'রে নেওয়া গেছে, যাকে ইংরেজীতে division of labour বলে, আমাদের সেই রকম কাজেরও একটা ভাগ ক'রে নেওয়া যাক্ এস। ধর, এই শিকার কার্য্যটা তিনজনেরই যাতে আনন্দ-প্রদ হয়, তাই করা উচিত। যথা, বাঘ আমার শিকার্য্য; পক্ষী অমিয়ভূষণের শিকার্য্য এবং ক্ষুদ্র জন্তু যথা,—খরগোস, শৃগাল তোমার শিকার্য্য। কেমন, স্বীকার?"

নীলিমা হাসিল। অমিয় ঈষৎ গর্ব্ব অনুভব করিলেও, নীলিমা অপেক্ষা তাহাকে যে উচ্চপদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুমোদন করিতে পারিল না। নীলিমা যে তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ সাহসী, তাহা অমিয়র বেশী আর কে জানে। নীলিমা যে ব্যাঘ্রের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও স্থিরবুদ্ধিতে বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিতে পারে, তাহার চেয়ে এ কথা কাহার অধিক বিদিত! কাজেই বলিল—"আমি কিছু শিকার করব না। শুধু দেখ্‌ব।"

নীলিমা বলিল—"সেই ভালো, অমিয়, তুমি আর আমি শুধু দেখ্‌ব।"

অনিলকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে কহিল—"উত্তম পরামর্শ। আমরা ইংরেজীতে একটা কেতাবে পড়েছিলুম, সকলেই অভিনেতা হ'লে দর্শক হ'বে কে? কতক বা অভিনেতা, কতক বা দর্শক, এই না?

নীলিমা তাহার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করিল। অমিয়রও তাহাতে বিশেষ অমত ছিল না; যেহেতু নীলিমার

সাক্ষাতে কোনরূপ সাহসিকতার ভাণ করিতেও সে অক্ষম। সে'ও ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"সেই ভালো, অনিল দা'।"

অনিল বলিতে লাগিল—"সে'বার বুঝ্‌লি নীলিমা, সেই হনুমান মারার গল্পটা বল্‌ছি শোন্‌। দমদমায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী আছে। তা'রা একবার নিমন্ত্রণ কর'ল, গ্রীষ্মের ছুটির সময়। গে'ছি, খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে'; দুপুর বেলাটা তা'দের বাগানে গাছে আম পেড়ে খেয়ে বেড়ান হ'চ্ছে। একদিন দুপুর বেলায় হ'ল কি—একটা গাছে উঠেছি প্রায় মগ্‌ডালের কাছাকাছি। দু'টো আম একেবারে পেকে টুক্‌ টুক্‌ কর্‌ছে। নীচে থেকে এরা, মানে আমার সেই বন্ধু প্রণব প্রভৃতি—এরা সব হাঁ করে' আম দুটোর পানে চেয়ে আছে। এমন হাঁ করেছে যেন—যদি আমার হাত ফস্কে সে দু'টো পড়ে ত—মাটিতে পড়ে' খারাপ হ'বার সুযোগটি পর্য্যন্ত দেবে না।

"ও মশায়, উঠে দেখি একটা বীর হনুমান ব'সে। দু'দিকের দু'টো ডালে পা-না ছড়িয়ে দিয়ে,—যেন মহারাজ তেজচন্দ্র ব'সে আছেন। আমাকে দেখলেন—কিন্তু ভ্রূক্ষেপই নেই। মহাভারতে সেই ছবি আছে দেখেছিস্‌—বীরভদ্র না-কি ভাল তার নাম-টা —সেই যে লেজ ছড়িয়ে দিয়ে পথ আট্‌কে ব'সে আছে, আর ভীম এসে সাধ্য সাধনা কর্‌ছেন—'ম'শায়, লেজটি সরাবেন কি দয়া করে?' কিন্তু ভীম বেচারার কথায় তিনি ত কর্ণপাতও কর্‌ছেন না; আর যদিই বা শুন্‌ছেন—একটুখানি হেসে

দাঁত বা'র ক'রে, 'খিচ্' 'খিচ্' করে উঠ্ছেন। আমাকে দেখেও তিনি একটু 'খিচ্' করে উঠ্লেন ; আমি আর একটু অগ্রসর হ'তেই 'খিচে'র, শব্দটা একটু জোরে হ'ল। তা সত্ত্বেও আমি উঠ্ছি দেখে' 'সেই আমাদের এত আশার আম দু'টি টুক্ করে ছিঁড়ে না-নিয়ে আমার পানে চেয়ে হাস্য করে, একেবারে শীর্ষে গিয়ে বসে,—এমন ভাবে চাইতে লাগলেন যে, আমরা বেশ বুঝ্তে পার্লুম, তার অর্থটা হচ্ছে—যে, কেমন আম খেলে ?

"তার পর ম'শায়, আমি যখন বিফল-মনোরথ হ'য়ে নেমে আসছি, তিনি পিছন থেকে ধাঁই ধাঁই করে' আমার পিঠে গোটা দুই চড় না-বসিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে বস্লেন ! আমার পিঠের জ্বালায় আমি একেবারে দুড় দুড় করে নেমে এলুম। এসে প্রণবদের বাড়ী থেকে টোটা ভরা বন্দুক এনে গুড়ুম, আর আমার বীরভদ্র খুড়োও দুড়ুম। মায়—আম্র সহিত।"

নীলিমা ও অমিয়র হাসিতে পথ সচকিত হইয়া উঠিল।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা একটি ক্ষুদ্র বনানীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এক ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইল। অমিয় সম্প্রতি জব্বলপুরে নর্ম্মদা প্রপাত দেখিয়া আসিয়াছিল, বলিল,—"নীলিমা এখানে কোন **falls** টল্স্ আছে কি ?"

নীলিমা বলিল,—"কৈ না। ও শব্দ বোধ হয় কোন জীব। এই, বাঘ ভালুকের হতে পারে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ
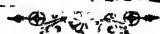
অমিয়র মুখখানি ভোর বেলার চাঁদের মত নিষ্প্রভ ও করুণ হইয়া উঠিল।

অনিলকৃষ্ণ বলিল,—"না, না—বাঘটাঘ্ নয় বোধ হয়।"

নীলিমা হাসিয়া বলিল—"হ'লেই বা, here is the gun."

শব্দ ক্রমশঃ খুব স্পষ্ট হইতে লাগিল। অমিয় নীলিমার মুখে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তাহা পূর্ব্ববৎ সহজ ও প্রফুল্ল। অনিলকৃষ্ণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে বলিল,—"ঘোষা! তুমি কি দেখছ?"

ঘোষা কোনমতেই মনোভাব গোপন করিতে পারিল না—মুখে সমস্ত দুশ্চিন্তার রেখাগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তখন শব্দ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইয়া গিয়াছে।

নীলিমা বলিল,—"ভাবনা কি অনিলদা'—দমদমায় হনুমান মেরেছিলে না?"

অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট কোন গোপন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন; সময়ে এবং অসময়ে তাহারা তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকে। অনিলকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

নীলিমা বলিল,—"হয়ত ও বাঘ না হতেও পারে; কিন্তু এটা নিশ্চয়—খুব হিংস্র জন্তু ছাড়া ও রকম শব্দ আর কেউ করিতে পারে না। সিংহ, বরাহ, ব্যাঘ্র—মাংসাশী জন্তুরই ও শব্দ।"

অনিলকৃষ্ণ ভয়াকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—"নীলিমা, তোমার কথাই ঠিক। ও বাঘ না হইয়া যায় না। তাইত নীলিমা, কি করা যায়, এখন?—আমার যে বেশ সুবিধা বোধ হচ্ছে না। ও নীলিমা, কথা কও না কেন?"

নীলিমার মুখে সেই মধুর হাসি। অনিলকৃষ্ণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—"সকল সময় তোমার ওরকম হাসি ভালো লাগে না, নীলিমা।"

আরো মধুর হাসি হাসিয়া নীলিমা কহিল,—"বড় দুঃখিত হইলাম যে, হাসি তোমার ভালো লাগে না। না লাগিবারই কথা। যাহারা বাড়ীতে বীরত্ব করিয়া—"

শব্দ ক্রমশঃই নিকটতর হইতেছিল। 'ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস—ঘং, ঘং' শব্দটা এইরূপ। নীলিমার কথা শেষ হইতে না হইতে অনিল বলিল,—"পালাই বাবা।"

নীলিমা ঠাট্টা করিয়া কহিল, "হাঁ পালাও—ফটিকচাঁদ।"

অনিল কথা শুনিতে পাইল না। সে বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া পশ্চাদ্দিকে ছুটিয়া গেল।

অমিয়ভূষণ বলিল,—"যাবে না নীলিমা?"

নীলিমা বলিল,—"না। তোমার বেশী ভয় হ'য়ে থাকে, যাও। অনিলের সঙ্গে ছোট।"

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া অমিয় কহিল—"না, যখন তুমি যাবে না—আমিও যা'ব না নীলিমা।"

নীলিমা। আমার প্রাণের ভয় নাই।

অমিয়। আমারও নাই।

নীলিমা। বাঘ হলেও আমি যা'ব না,—না হয় মর্‌ব, তবু পালাব না।

অমিয়। ও কথা ব'ল না, নীলিমা। তার চেয়ে এস, ঐ গাছটায় উঠে পড়ি।

নীলিমা। গাছে উঠা বিদ্যা ত আমার অভ্যাস নাই।

অমিয়। কিন্তু—শুন্‌ছ ঐ শব্দ।

নীলিমা। শুন্‌ছি বৈ কি। শোন অমিয়, আমি যাব না। যে কাজের জন্য আজ বেরিয়েছি, তা' শেষ না ক'রে আমি যা'ব না—কিছুতেই যা'বনা। তার জন্য যদি আমায় বাঘের মুখে পড়্‌তে হয় তা'ও স্বীকার।

অমিয়। কি এমন কাজ নীলিমা ?

নীলিমা। মতির সঙ্গে দেখা করিয়া, তাহার জীবনের ঘটনা জানিব।

অমিয়। বিপদ আমাদের টান্‌ছে না,—আমরাই বিপদকে টেনে আন্‌ছি।

নীলিমা। তোমাকে ত বলেছি—তুমিও অনিলদা'র সঙ্গ লও। আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, বৃথা চেষ্টা। আমার ভয়ও নাই,—কিছু না। তোমার ভয় হয়, বাড়ী যাও তুমি। আমি আজ সমস্ত

বিপদকে হাসিমুখে গ্রহণ করব্ বলেই ত এসেছি। তুমি পার্‌বে না,—যাও।

অমিয়। না নীলিমা! তুমি বালিকা, আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে যে কাজে যেতে পার, আমি পিছোবো না, আমিও তোমার সঙ্গে থাকৃব। বিপদের মুখে তোমায় একা ফেলে আমি পালাতে পারব না।

নীলিমা। ধন্যবাদ! সাবধানে বস—কিসের শব্দ ওটা দেখ্‌তে হবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। একটি বন্য শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে অরণ্য হইতে বাহির হইল। সে আহার অন্বেষণ করিতেছিল; সম্মুখে দুইটি মনুষ্য-শিশু দেখিয়াই তাহার হিংসা বৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে তাহার সম্মুখের দন্ত দুইটি উচ্চ করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ভয়ে অমিয় নীলিমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষিপ্রহস্তে নীলিমা বন্দুক উঠাইয়া লইল। বন্দুক ভরা ছিল। নীলিমা ঘোড়া টিপিয়া দিল। ধূম নির্গত হইবামাত্র বিকট শব্দ করিয়া শূকর লাফ মারিল। আবার ঘোড়া উঠিল, পড়িল····আর্ত্তনাদ করিয়া সেই বৃহৎ শূকরটা মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল।

নীলিমার সর্ব্বাঙ্গ তখনো কাঁপিতেছে। সে ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া বলিল—মরে গেছে।

অমিয় আড়ে আড়ে চাহিয়া, আস্তে আস্তে কহিল—গেছে ত !—বেশ হয়েছে—বেটা ! শূয়োর !

শূকরের গলদেশ হইতে গাঢ় রক্ত বাহির হইতেছে—দেহে জীবন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিয়দ্দূর যাইবার পর অনিলকৃষ্ণ উপরি উপরি দুইবার বন্দুক ছোড়ার শব্দ শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে ঠিক করিতে পারিল না—কোথা হইতে শব্দ হইল ? নীলিমা ও অমিয়র মধ্যে বন্দুক ছুড়িবার শক্তি যে কাহারো নাই, এ তাহার জানা ছিল। কিন্তু week dayতে আর কাহারো শিকারে আসাও সম্ভব নয়, ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে নীলিমারা যে দিকে ছিল, সেই দিকে চলিল। মনে ভয়ও বিলক্ষণ আছে। যদি নীলিমা কিংবা অমিয় দুঃসাহস করিয়া গুলি করিয়া থাকে, বাঘকে না লাগিয়া সে যদি আসিয়া উহাদের আক্রমণ করিয়া থাকে, তবেই ত সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কথাটা ভাবিতেই তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। শরীরের সমস্ত বল পদদ্বয়ে টানিয়া আনিয়া সে অতিকষ্টে অন্যমনস্কভাবে চলিতে লাগিল।

যে স্থান হইতে সে পলাইয়া গিয়াছিল, সেখানে আসিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই ; পথিপার্শ্বে অমিয়ভূষণের টুপিটা পড়িয়া রহিয়াছে ; একটু দূরে খানিকটা রক্ত রহিয়াছে ;—কয়েক-মুহূর্ত্ত হতভম্ব থাকিয়া অনিল কাঁদিয়া ফেলিল।

'তবে কি নীলিমা নাই ? অমিয়ভূষণও শেষ হইয়া গিয়াছে ? হায় হায় ! কি হইল ! কি করিয়া সে ফিরিয়া যাইবে ? কি

অশুভক্ষণেই বাড়ীর বাহির হইয়াছিল ? হায় ! কি সর্ব্বনাশ হইল ! নীলিমার মা যে তাহার সঙ্গেই নীলিমাকে পাঠাইয়াছিলেন। সে ফিরিলে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন—কি শিকার আনিলে ? আমার নীলিমা কৈ—তখন সে কি উত্তর দিবে ? সে কি —শিকার আনি নাই ; তোমার সর্ব্বস্ব হারাইয়া আসিয়াছি ! অমিয় ! আহা সেও ছেলেমানুষ ! কেন আমি পলাইলাম ? পলাইলাম—ইহাদের লইয়া গেলাম না কেন ?—যত অনিলের চক্ষু ভরিয়া জল আসে।

অনিলকৃষ্ণ অমিয়ভূষণের রক্তাক্ত টুপিটি তুলিয়া লইল—আহা এখনো রক্ত উষ্ণ রহিয়াছে। উঃ—কি সর্ব্বনাশই হইয়া গেল ! দুইটি অমূল্য জীবন, অকালে, অপঘাতে নষ্ট হইল ? একি দুঃখের কথা ! নীলিমার মত মেয়ে ক'টা জন্মায় ? অমন হাসি, মিষ্ট কথা ! অত মিষ্ট—আরো কত মেয়ে ত আর কাহারো ত নাই। সে দিন সে আমার কাছে কবিতা শিখিতে চাহিয়াছিল। তাহার যে রকম অধ্যবসায়, ধৈর্য্য—বাঁচিয়া থাকিলে সে যে কৃতকার্য্য হইতে পারিত, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। সেই নীলিমা কি-না !—আহা ! এ শিকারে দুর্ব্বুদ্ধি যদি আমার মাথায় না আসিত, তবে ত কোন হাঙ্গামা ছিল না। বাঘ শিকার করিতে আসিয়া আমিই নীলিমাকে শিকার করিয়া গেলাম। আর, বাঘের আজ কি আনন্দ ! তাহাদের আজ নিশ্চয় মস্ত ভোজ লাগিয়া গিয়াছে ! ঈশ্বর ! তুমি এ

ভীষণ রক্তলোলুপ জন্তুর সৃষ্টি কেন করিয়াছিলে? তাহাদের হইতে পৃথিবীর কি উপকার হইয়া থাকে? কিছুইত দেখি না! যদি বাঘ না থাকিত, আমার—আমাদের নীলিমা—অমিয় ত অকালে এরূপে প্রাণ হারাইত না।

অনিল যে দিকে চায়—সবই যেন তাহার শূন্য বলিয়া মনে হয়। তাহার মনে হইল—এই ঘটনাতে তাহার জীবনের আর কোন মূল্য রহিল না। বিদ্যাশিক্ষায় আর তাহার স্পৃহা নাই—জীবনে উন্নতিরও আর আগ্রহ নাই। এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় ও মূর্খতায় চিরদিনের জন্য তাহার সমস্ত উদ্যম, আগ্রহ, আকর্ষণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

এ জগতে এমন আর কেহই নাই যে,তাহার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সংবাদে বিজয়-মাল্য হাসিতে চারিদিক্ ভরাইয়া দিবে; এখন আর সে নাই, যে তাহার রচিত কবিতা পাঠ করিয়া, প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিবে।

শেষে সে স্থির করিল—সে আর দেশে ফিরিবে না। যে দিকে হয় চলিয়া যাইবে।

নীলিমা ও অমিয়র পিতামাতাকে এই দুঃসংবাদ জানাইতে সে খবরের কাগজে 'শোক সংবাদ' ছাপাইবার জন্য লিখিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"কে গা তোমরা ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার শক্তি কাহারো ছিল না। পুনরায় ঐ প্রশ্ন হইল—"কে গা তোমরা ?"

"আমরা—আমরা"—বলিয়াই তাহারা চুপ করিল।

আবার প্রশ্ন হইল—"আজ পঁচিশ বছর মানুষ ডাইনির ভয়ে যে পথে পা দেয় নাই, তোমরা দু'টি ছেলে মেয়ে কি সাহসে সেখানে আসিয়াছ ?"

"তুমি-ই ত ডাইনি ?"

"দশচক্রে ভগবান্ ভূত হইয়াছিলেন ; আমি 'না' বলিলেও ত তোমরা বিশ্বাস করিবে না।"

"করিব—নিশ্চয় করিব। একবার তুমি কেবল বল—তুমি ডাইনি নও।"

"না বাছা, আমি ডাইনি নই—আমি মানুষ।"

"আঃ।"

"বিশ্বাস করিলে কি ?"

"জন্মাবধি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি : তোমার মুখে শুনিয়া আজ তাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিলাম। মতি, আমি তোমার কাছেই আসিতেছি।"

মতি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। একটু পরে, জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আমার কাছে! একি! এ যে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমি কি মরিয়া গিয়াছি? আবার কি আমার পুনর্জন্ম হইয়াছে?" তাহার কোটরগত চক্ষু দু'টি হইতে প্রবলবেগে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অমিয় বিশ্বাস করিল যে, মতি মানুষ হইলেও হইতে পারে! সে আর ঘাড় মটকাইবে না; কারণ, তাহার চোখেও জল আসিয়াছে। সে নীলিমাকে বলিল—"নীলিমা, বস-তুমি। ঐ পুকুরটায় আমি হাত পা ধুয়ে আসি।"

মতি নীলিমার চুলের রাশির মধ্যে হাত দিয়া নাড়িতে লাগিল। তাহার নিঃশ্বাস খুব জোরে জোরে পড়িতেছে; চক্ষু ছল ছল করিতেছে। যেন সে অতি কষ্টে কান্না চাপিতেছে।

নীলিমাও কথা কহিতে পারিতেছিল না।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিলে পর, মতি জিজ্ঞাসিল—"মা, তোমার নাম-টি কি?"

নীলিমা নাম বলিল।

মতি আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাড়ী কি হরিহরপুরে?"

নীলিমা বলিল—"হাঁ, আমার বাবা জেলার জজ।"

"সে কি খুব বড় কাজ, মা?"

"হাঁ—তিনি সমস্ত জেলার সবার বড় বিচারক।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

"আর—ঐ ছেলেটি ?

নীলিমা বলিল—"ওর নাম অমিয় ভূষণ মল্লিক। এই জেলার শাসনকর্ত্তা, ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে ;—আমার খুব বন্ধু !"

আবার দু'জনেই নীরব।

মতি জিজ্ঞাসিল—"তোমরা যে এখানে এসেচ—বাড়ীতে ব'লে এসেছ ?"

নীলিমা কহিল—"না।"

মতি বলিল—"বাড়ীতে তোমার বাবা মা ভাববেন ত ?"

নীলিমা কহিল—"বাবা ভাববেন না। তিনি জানেন আমার খুব সাহস ; আর আমি এমন কোন কাজ করি না, যা'তে বিপদ হতে পারে। তবে মা একটুতেই ভাবেন।"

মতি কাঁদিয়া ফেলিল ; বলিল—"ভাববেন-না ! মার প্রাণ ! আহা ! বড় খারাপ কাজ করেছ, নীলিমা ! মা হয় ত কত ভাবছেন।"

নীলিমা ভাবিল—"একি ! মতি কাঁদে কেন ?" সে বলিল—"তত ভাববেন না ; অনিল দা'কে মা খুব সাহসী বলে জানেন কি-না ! সে আমাদের সঙ্গে ছিল। পথে একটা শূয়রের শব্দ শুনে সে পালিয়েছে। তবে, সে বাড়ী ফিরে গেলে, আমাদের না দেখে মা ভাবতে পারেন।"

"পারেন কেন ভাববেনই নিশ্চয়। মা'র মনে কখনো কষ্ট দিও না নীলিমা। মা'কে কখনো ভাবিও না। আহা, মা'র প্রাণ !

একটুতেই অধীর হয়ে পড়ে। তুমিও যখন মা হবে বুঝবে—মায়ের প্রাণ কেমন !"

নীলিমা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। পরে যখন চক্ষু তুলিল, দেখিল—তাহার মাথার উপরে মুখ রাখিয়া মতি কাঁদিতেছে।

কাতরস্বরে নীলিমা কহিল—"কাঁদছ কেন—মতি ?"

মতি বলিল—"কেন কাঁদছি—কেমন করে বল্‌ব, নীলিমা ! কাঁদি—পঁচিশ বছর কেবল কাঁদছি। কান্নাই আমার শেষ সম্বল ; কান্না ছাড়া আর আমার যে কিছু নেই—নীলিমা ! আমার সব গে'ছে—কেবল আমি আছি,—আর কান্না আছে। দু'য়ে বড় ভাব—গলায় গলায়। কেউ কাউকে ছেড়ে এক তিল থাকতে পারে না। নীলিমা, কান্না ছাড়া আমার আর উপায় নেই।"

"এত দুঃখ তোমার কিসে, মতি ?"

"কি হবে—সে কথা শুনে বাছা ! তোর কোমল প্রাণে আঘাত লাগবে।"

"তা হোক—বল মতি। আমি সেই কথা শুন্‌ব ব'লে, সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তোর কাছে ছু'টে এসেছি। লোকে তোকে ডাইনি বলে, আমার বুক তা'তে কেঁদে উঠে। তোর দুঃখে আমিও কাঁদি, মতি। বল্—আমি শুন্‌ব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মতি বলিল—অনেক দিন আগে সে (নীলিমাদের মতনই) মানুষ ছিল। সে দেখিতেও ভালো ছিল। তাহার স্বামী ও শাশুড়ী তাহাকে খুব ভালো বাসিতেন। যাহাকে সুখের সংসার বলে মতিরও তাহাই ছিল। কিন্তু তাহার ছেলে পুলে হয় নাই বলিয়া সকলেই অল্প মনঃকষ্টে কাল কাটাইত।

শেষে তাহার স্বামী অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিল। সতীন বলিয়া মতি তাহার হিংসা করিত না; তাহাকে সে ভালোই বাসিত। নিজের বোন্ ছিল না; সে সতীনকে বোনের মত স্নেহ করিত। কিন্তু সপত্নী তাহাকে আদৌ দেখিতে পারিত না।

স্বামী তাহার বাধ্য হইয়া পড়িলেন, এমন কি পরে মতিকে বাড়ীর বাহিরে একটি গোয়াল ঘরে বাস করিতে পাঠাইলেন। তখন মতির গর্ভে একটি সন্তান ছিল, কিন্তু কেহ তাহা জানিত না।

অল্পদিন পরেই একটি সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিল। কি সুন্দর গড়ন! বাঁশির মতন নাক; চোক কুঁদিয়া তোলা—সুন্দর শিশু; গায়ের রং ফাটিয়া পড়িতেছে।

"শাশুড়ী ছুটিয়া আসিলেন; স্বামীও আসিলেন। আসিল না—সে।

"যাহারা কখনও দুঃখ পাইয়াছে, সুখ তাহাদের পক্ষে বড় মধুর লাগে। মতি-ও সুখে ভাসিতে লাগিল।

"দেড় বৎসর কাটিয়া গেল। মতির শাশুড়ী মতির সঙ্গেই সেই গোয়াল-ঘরে বাস করিতে লাগিলেন; স্বামীও সেইখানেই দিন রাত্রির অধিক সময় যাপন করেন। মতির ছেলের মুখে হাসি মাখান; তাহার কণ্ঠের আধ আধ বুলি ফুটিল—আনন্দ আর ধরে না।

"তারপর এক রাত্রে মতি তাহার ছেলে কোলে করিয়া ঘুমাইতেছে হঠাৎ গায়ে আগুনের তাত লাগিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণপণ শক্তিতে মতি পুত্রকে বুকে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল, হু হু করিয়া ঘর জ্বলিতেছে। সে চীৎকার করিতে লাগিল। বাহির হইবার পথ নাই—দ্বার জানালাও সব জ্বলিতেছে, কোন উপায় নাই।

"ঘরে একটা জলের কলসী ছিল, ছেলেটিকে একপাশে রাখিয়া মতি কলসীর জল লইয়া একটা জ্বলন্ত জানালায় ঢালিয়া পথ করিবার চেষ্টা করিল। সে আগুন কি ঐ জলে থামে? অতি কষ্টে একটু কমিল। ফিরিয়া মতি তা'র ছেলেকে তুলিতে গিয়া দেখে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে!

"পাগলের মত সে তাহাকে লইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল; পুকুরে ডুবাইয়া বুকের উপর রাখিয়া দেখিল—অসাড়, হিম, স্পন্দন নাই!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"তাহার ছেলে নাই! ছেলে নাই! মতি চক্ষে অন্ধকার দেখিল—শুদ্ধ তাহার ঘর নয়—সমস্ত বাড়ীটাই জ্বলিতেছে, তবে তাহার ঘরখানির আর চিহ্নমাত্র নাই। মতি ছুটিয়া স্বামীর গৃহে ঢুকিল। একটা ঘরে মৃত স্বামীর দেহ দেখিতে পাইল। মতি মরা ছেলে কোলে আছাড় খাইয়া পড়িল। সপত্নীকে দেখে নাই।

"অন্ধকার আকাশে যখন আগুন ফুটিয়া উঠিল, গ্রামবাসী নিদ্রাভঙ্গে সভয়ে বাহির হইয়া আসিল, 'থামাও, থামাও'-শব্দ মতি শুনিয়াছিল; আর কিছু সে জানে না।

"স্বামী-পুত্র-হীনা মতি চক্ষু মেলিল—পৃথিবী যেন নূতন বলিয়া মনে হইল। সে একটা গাছতলায় পড়িয়াছিল—কয়েকটি লোক সেখানে বসিয়া জটলা করিতেছিল,—মতিকে জাগিতে দেখিয়াই—"ওরে বাবারে, ডাইনি-মাগী বেঁচেছে-রে"—বলিয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

"কেহ আর সে পথে আসিল না। কেন আসিল না—তাহা সেও বুঝিল। তৃষ্ণার্ত্ত, হইয়া সে যখন পুকুরে জল পান করিতে গেল, তাহার চেহারা দেখিয়া নিজেই সে ভয় পাইল। মুখ খানা পুড়িয়া গিয়াছে; চোখ দু'টা লাল; গায়ের চামড়া কালো।

"শুনিতে পাইলাম, লোকে বলিতেছে—মতিই ঘরে আগুন

ধরাইয়াছিল, তাহার সপত্নীকে মারিবার জন্য। শুনিয়া বড় জোরে কান্না পাইল ; ডাক-ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলাম—"আহা, সে যদি আমার কোলে থাকিত !"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নীলিমা জিজ্ঞাসিল—"তোমার সে সতীন ? তাহার কি হইল ?"

"জানি না—আমার মনে হয়, সে আগেই পলাইয়াছিল। হিংসায় অন্ধ হইয়া সে স্বামীকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিল।"

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি সেই আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল ?"

"কি জানি—দেখি নাই ত মা, কেমন করিয়া বলিব ? এক একবার তাই মনে হয়। নহিলে আমার শত্রু আর কে ছিল !"

"ডাইনি-ডাইনি করিয়া গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল ; কি সুখে আর সেখানে থাকি ?—শূন্য কোলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আমি সে গ্রাম ছাড়িয়া আসিলাম। প্রাণ গেল না, বাঁচিয়া রহিলাম।"

"আহা !"

"নীলিমা—"

"মা !"

ব্যাকুল ভাবে মতি বলিল—"কি বলিলে নীলিমা ?"

নীলিমা শান্তস্বরে কহিল—"কেন, মা বলিয়াছি। মতি, আজ থেকে তুমিও আমার মা।"

মতি নীলিমার মুখে চুম্বন করিল ; স্নেহ-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিল— "চিরসুখিনী হও বৎসে !"

"আর একজন মা বলিয়াছিল ; আহা ! সেও জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে।"

"সে কে ?"

"রমণ ঘোষের একটি ছেলে একবার কি করিয়া এই বনে আসিয়াছিল। মানুষে মানুষে চেহারায় এত মিল—আর দেখি নাই। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইল—আমার বাছা ত মরে নাই। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক,—সব সেই ! আমি রমণ ঘোষের ছেলেকে ছাড়িলাম না। আমিও যাহা খাইতাম, ফল মাকড় খাওয়াইয়া তাহাকে পালন করিতে লাগিলাম। একদিন তাহার বড় জ্বর হইল, তারপর বাছা 'মা' বলিয়া ডাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না। তাই ভয় হয় মা, 'মা' বলিলে আবার তোর যদি ভালো-মন্দ হয়।"

"আমার ভালো-মন্দ এখন তোমার হাতে।"

মতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

"আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার কাছে থাকবে—তুমি ? আমি লোককে দেখাব, মতির কালো চেহারার নিম্নে মানুষের মত কতখানি প্রাণ আছে। সে মানুষী, দেবী—ডাইনি নহে।"

নীলিমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মতি বলিল—"আর জন্মে তুই আমার কে ছিলি, নীলিমা, মা-আমার ?"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে অমিয় আসিয়া বলিল—ও-নীলিমা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে যে!

সে ভাবিয়াছিল, পাখীর বাসা খুঁজিতে তাহার অনেক দেরী হইয়াছে, নীলিমা বড় বকিবে; কিন্তু নীলিমা কিছুই বলিল না। শুধু খাবারের পুঁটুলি দেখাইয়া বলিল—"খাবার ত' রয়েছে, খাও-না।"

অমিয় হাসিয়া বলিল—"তুমিও এস।"

নীলিমা বলিল—"আমার ক্ষুধা হয় নাই,—তুমি খাও।"

"নিশ্চয়ই। অমিয়বাবুর অগ্নিমান্দ্য কি ক্ষুধামান্দ্য কখনো হয় না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!"—হাসিতে হাসিতে সে দিস্তাখানেক লুচী ও ডিম বাহির করিয়া এক এক গ্রাসে শীঘ্রই পুঁটুলি খালি করিয়া ফেলিবার জোগাড় করিল। একবার নীলিমাকে জিজ্ঞাসা না-করা সঙ্গত হয় না ভাবিয়া বলিল—"এস, নীলিমা, শেষ হ'ল যে।"

নীলিমা কহিল—"হোক। আমি খা'ব না। যে সুখ আজ আমি পেয়েছি, ক্ষুধা পুরিয়া গিয়াছে।"

অমিয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, নীলিমা সংক্ষেপে কথাটা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া অমিয় আহার ফেলিয়া উঠিল; মতির

সম্মুখে আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—"আই কনগ্রাচুলেট ইউ, (I congratulate you) আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি, ওল্ড ডেম (Old Dame) বৃদ্ধা রমণী, হিঃ! হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ হাঃ!"

নীলিমা সে হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাকানি দিয়া দিল।

সন্ধ্যা হইতে একটু দেরী আছে—নীলিমা মতিকে লইয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছে; পশ্চাতে অমিয় পুঁটুলি পাঁটলা বহিয়া ও দড়ী দ্বারা সেই মৃত বৃহৎ শূকর বন্ধন করিয়া টানিতে টানিতে আসিতেছে। হাঁফাইয়া পড়িলে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। বলিতে হইবে না বোধ হয় যে, শূকরটি নীলিমার শিকার!

বাটী পৌঁছিবামাত্র বাড়ীতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—একটা বুনো শূয়োর, চার পাঁচ বা 'দশ বিশ' হাত লম্বা তার দাঁত—নীলিমার গুলিতে মারা পড়িয়াছে। খবরটি অতি শীঘ্রই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—হুহু করিয়া লোকে শিকার দেখিতে আসিল।

দাই-মা কোথায় ছিল—সেও আসিল। এতক্ষণ মতি এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বড় একটা কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। দাই-মা আসিবামাত্র মতি বলিয়া উঠিল—"নতুন বৌ!"

বজ্রের শব্দের মত সে স্বর দাই-মার কানে প্রবেশ করিল।

সে মতির দিকে চাহিবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল—“ডান্, ডান্ —ওগো, বাড়ীতে ডান্ এসেছে।”

নীলিমার ইঙ্গিতে অমিয় আসিয়া চুলের রাশি টানিয়া ধরিয়া হাতের বন্দুক তাহার বুকের উপর স্থির করিয়া বলিল— “চুপরও বজ্জাত! কেঁও চেঁচাচ্ছ?”—তাহার হিন্দি কথাতে সে নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

দাই-মা প্রস্থানোদ্যত হইলে, মতি গিয়া তাহার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিল—“আর কেন বোন্! আজ আর সে দিনের কিছু নাই ত। সে স্বামী নাই, সে ঘর নাই, সে সোনার চাঁদও নাই। তবে আর কেন? সে দিনের কিছুই নাই যখন আমাদের হিংসাদ্বেষ আর কেন থাকে?”—বলিয়া মতি নতুন বৌ এর হাত তুলিয়া অধরে স্পর্শ করিল।

নীলিমা দাই-মাকে জিজ্ঞাসা করিল—“দাই-মা, ঘরে আগুন দিয়া পলাইলে কেমন করিয়া?”

ইহারা সকল কথা জানিয়াছে, আর কোন উপায় নাই দেখিয়া বুড়ী হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।

নীলিমার পিতা দীননাথ বাবু নীলিমাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—“সেদিন কি ঐ কাজের জন্য ‘বনগমন’ করিয়াছিলে? হে বীরেন্দ্রানী!”

গ্রামের লোক যখন শুনিল, মতি জজ সাহেবের কন্যার অনুগ্রহে তাঁহার গৃহে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহারা
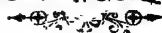
রাখের দিনের সেই সোনা-করা সন্ন্যাসীর কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিল। মতি ত ডাইনি আছেই, আর রাক্ষসীও যে আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে কাহারো সন্দেহ রহিল না।

এদিকে পরদিন খবরের কাগজে এক অদ্ভুত সংবাদ বাহির হইল দেখিয়া লোকে নির্ব্বাক হইয়া গেল। হরিহরপুরের জেলা জজ মিঃ ডি, এন্, বসুর একমাত্র কন্যা ব্যাঘ্রমুখে পতিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে এ সংবাদ পাঠ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল—কে এ কাজ করিল? কাহার স্কন্ধে দুইটি মাথা আছে?

যাহাই হৌক সংবাদ মিথ্যা বলিয়া লিখিয়া পাঠান হইল। এক ব্যক্তি লিখিয়াছিল, সে কয়েকটি শোকের কবিতাও লিখিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ কাগজে প্রতিবাদ বাহির হওয়ায় মনে আনন্দ হইলেও কবিতা কয়টি মাঠে মারা গেল দেখিয়া একটু যে দুঃখানুভব না করিয়াছিল, এমন নহে!

গ্রামের লোক যাহা ভাবিয়াছিল, বলিবার সাহস কাহারো হয় নাই! কাজেই নিজের নিজের ছেলেপুলে, গরু, ছাগল ঘটি বাটি সামলাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

নীলিমার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা লোকে ভাবিল। যেহেতু, অত বড় বুনো শূয়োরটা ঐটুকু মেয়ের হাতে মরিতেই পারে না—গ্রামের লোকের এ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল।

"কেন পারিবে না"—এই তর্ক করিতে গিয়া অনিলকৃষ্ণ

আবার একদিন উত্তম মধ্যম প্রাপ্ত হইল ও নীলিমাদের বাড়ী আসিয়া দেখিল—অনেক বিষয়ে সে ঠকিয়াছে। লভ্য সমস্ত অমিয়ভূষণের !

মিসেস্ মল্লিক শিকার দেখিতে আসিয়া নীলিমার সাহসের খুব প্রশংসা করিলেন। নীলিমার মাতা বলিলেন—প্রশংসা শুধু নীলিমার প্রাপ্য নয়, অমিয়রও প্রাপ্য, কতক মতিরও প্রাপ্য। এই দেখ—বলিয়া তিনি একটা ফটো ধরিলেন, অমিয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া শূকরটাকে উঠানে টানিয়া আনিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুঁটুলি,আর নীলিমা ও মতি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে।

ফটো দেখিয়া মিসেস্ মল্লিক বলিলেন—অমিয়র বহন-শক্তি

নীলিমার মাতা হাসিয়া বলিলেন—শুধু তাই নয় নীলিমার জিনিষ ও আজ্ঞা বহন করিতেও বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করে।

নীলিমার মাতার হস্তে একটি বৃহৎ পুঁটুলি দিয়া, মতি নীলিমার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ দিতে বলিল। এইটিই মতির গৃহজীবনের সঞ্চয়।

মিসেস্ মল্লিক সেটি খুলিয়া দেখিল—স্বর্ণালঙ্কার। মতি সেগুলি কোথায় পাইল জানিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—মতির জীবন-লীলা শেষ হইয়া গিয়াছে।

কি জানি কেন, নীলিমা আর অমিয় অনেক দিন কেহ কাহারো সম্মুখে আসিত না।

যে বনে মতি বাস করিত, নীলিমা পিতার সাহায্যে সেই বনকে গ্রামে পরিণত করিয়া নাম দিয়াছিল মতি—[illegible]

"বঙ্গদেশের গল্প"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য ॥০ আট আনা। গ্রাহকদিগের পক্ষে ।৶০ ছয় আন

অগ্রিম কিছুই পাঠাইতে হইবে ঃ

কেবল রেজেষ্টারি করিয়া রাখিলেই প্রকাশিত হইলে ।৶০

ছয় আনায় পাইবেন। ভিঃপিতে ॥০ আট আনা।

CALCUTTA.

PRINTED BY—B. C. SETH,

AT THE SETH & Co's PRINTING HOUSE

[illegible], Balaram De Street, Calcutta.